মুসলমানের নিকট আল-কোরআনের দাবি

ডা. ইসরার আহমদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুসলমানদের নিকট আল-কুরআনের দাবী

মূল

ডাঃ ইসরার আহমদ
এম.বি.বি.এস (পাঞ্জাব) ও
এম.এ ইসলামিয়াত (করাচী)
সম্পাদক, মাসিক 'মিছাক' লাহোর

অনুবাদ

আবু তাহের মোহাম্মদ সালেহ্
এম.এম. বি.এ (অনার্স) এম.এ.

প্রফেসর'স বুক কর্ণার
বড় মগবাজার, ঢাকা।

www.pathagar.com

প্রকাশক
এ. এম সফিকুল ইসলাম
প্রফেসর'স বুক কর্ণার
১৯১ ওয়ারলেছ রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখক

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ঃ জুন-১৯৮৫ ইং
চতুর্থ প্রকাশ ঃ জুলাই-২০১১ ইং

প্রচ্ছদ
প্রফেসর'স ডিজাইন গ্রাফিক্স

মুদ্রণ
আল-ফয়সল প্রেস
শিরিশদাস লেন
ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা মাত্র।

পরিবেশনায়

প্রফেসর'স বুক কর্ণার	প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
১৯১ ওয়ারলেছ রেলগেট	৪৩৫ ওয়ারলেছ রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭	বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪১৯১৫, ০১৭১৬৬৭৭৭৭৫৪	

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে পর পর দুই শুক্রবার লাহোরস্থ সমনাবাদ জামেয়া খাজরাতে পেশকৃত বক্তৃতার ওপর ভিত্তি করেই আলোচ্য পুস্তিকাটি রচিত। পরে কাসুর শহরের একটি জামে মসজিদ, আজমলবাগ কলেজ, সাদেকাবাদ তা'মীরে মিল্লাত হাই স্কুল, শুক্কর গভর্নমেন্ট কলেজ, ঝং প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি বক্তৃতায় বিষয়টি আলোচিত হয়। পরবর্তীতে আরও কিছুটা বিস্তৃত করে লাহোর 'মিছাক' পত্রিকায় ১৯৬৮ সালের মে-জুন সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। তারই বিস্তৃত ও পরিবর্ধিতরূপ বর্তমানের এই পুস্তিকা।

বিষয়টি পুস্তিকা আকারে প্রকাশের উদ্দেশ্য মুসলমানদেরকে কুরআনের প্রতি আগ্রহী হওয়ার দাওয়াতে দেয়া, এর পঠন-পাঠন ও উপলব্ধিকরণ এবং নিজের জীবনে বাস্তবায়নের জন্য আগ্রহী করে তোলা।

পুস্তিকাটি পাঠ করে কেউ যদি কুরআন মাজীদ সম্পর্কে এতটুকু আগ্রহ ও উৎসাহ বোধ করেন, তার খেদমতে আরজ, তিনি যেন গ্রন্থকারের নিরাপত্তা, ঈমান, ইসলাম ও সুস্থতার জন্য দোয়া করেন।

দোয়া প্রার্থী
ইসরার আহমদ

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। আল কুরআন এর সংবিধান। মুসলমানদের নিকট আল কুরআনের কতগুলো মৌলিক দাবী রয়েছে। এ দাবী সম্পর্কে সচেতন না থাকার কারণে কুরআন মাজীদের সাথে মুসলমানদের ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই শিথিল হয়ে আসছে, অধঃপতিত হচ্ছে মুসলিম জাতি।

ডাঃ ইসরার আহমদ আল কুরআনের দাবী সম্পর্কে উর্দু ভাষায় রচিত তাঁর 'মুসলমানুঁ পর কুরআনে মাজীদ কি হুকুক" গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে।

প্রতিটি মুসলমানের এ দাবী সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী যাতে এ দাবীর সাথে পরিচিত হতে পারেন সে লক্ষ্যেই বইটির অনুবাদ প্রকাশ করা হলো।

আশা করি, আল কুরআনের দাবী পূরণে এ গ্রন্থ আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে।

আবু তাহের মোহাম্মদ সালেহ্

www.pathagar.com

সূচী

বিশ্বাস ও সম্মান/১২
তিলাওয়াত ও তারতীল/১৮
আলোচনা ও চিন্তা ভাবনা/২৭
নির্দেশ ও প্রতিষ্ঠা/৩৭
প্রকাশ ও প্রচার/৫০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَالسَّلَامُ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ - فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ -

দ্বীনি ভাইয়েরা আমার,

আপনারা জানেন, আজকাল আমাদের দেশে সরকারি ও বেসরকারি উভয় মহলেই কুরআন অবতীর্ণের চৌদ্দশ বর্ষপূর্তি উৎসব পালন করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে দুটি কথা বুঝে নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে–

প্রথমত, এ ধরনের নতুন প্রথার উদ্ভাবন ও প্রচলন আমাদের ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমাদের ধর্মীয় আবেগ প্রকাশের জন্য সেসব প্রথা ও পদ্ধতির ওপরই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত; যেগুলো মহানবী (স) এর নিকট থেকে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তা না হলে নতুন নতুন প্রথা-পদ্ধতিতে সংযোজনের মাধ্যমে দীনের মধ্যে বিদয়াতের দ্বার উন্মোচিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে অসংখ্য অনাচার সৃষ্টি হয়। মহানবী (স)-এর নিম্নোক্ত পবিত্র ফরমান সব সময় আমাদের সামনে থাকা উচিত–

وَشَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا - وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ - وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ -

“সবচেয়ে খারাপ কাজ হলো দীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন করা। এ ধরনের সব কাজ বিদয়াত এবং প্রতিটি বিদয়াত গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা।”

বর্তমানে প্রচলিত এ আচার অনুষ্ঠানের সাথে উৎসব শব্দটাও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এ শব্দ দ্বারা খাইবার থেকে করাচী পর্যন্ত বিভিন্ন আঞ্চলিক নামে যেসব কাল্পনিক উৎসব পালিত হয়ে থাকে, তার সাথে মিলে যায়। এসব অনুষ্ঠানে সমাজে প্রচলিত এমন সব অপসংস্কৃতির প্রকাশ ঘটানো হয়, যেগুলো কুরআনী শিক্ষার প্রতি প্রকাশ্য বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। নাস্তিকতা পছন্দকারী ও বংশ পূজারী লোকদের অসংখ্য অনুষ্ঠানের পাশাপাশি কুরআন অবতীর্ণের উৎসবের আয়োজন প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের ঘুষ প্রদান যা ধর্মীয় অনুভূতি সম্পন্ন লোকদের জন্য পেশ করা হচ্ছে। অবশ্য এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, যদি এ ধরনের অনুষ্ঠান দ্বারা দীন ও মাজহাবের সাথে জনসাধারণের সম্পর্ক সৃষ্টি কিংবা কুরআনের সাথে আমাদের যে দূরত্ব বেড়েছে তা কমিয়ে আনার ব্যাপারে কোনো উপকার সাধিত হতো, তাহলে এসব অনুষ্ঠানের বৈধতা সম্পর্কে হয়তো ভিন্ন রকম দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা যেতে পারে। কিন্তু আপনারা জানেন যে, এ ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর কোনোটাই হাসিল করা সম্ভব নয়। কুরআন শরীফের সাজসজ্জা, আড়ম্বরপূর্ণ প্রদর্শনী ও সুললিত কণ্ঠের কিরাত প্রতিযোগিতার মাধমে প্রকৃতপক্ষে এ জাতীয় কোনো ফায়দা হাসিল করারই প্রশ্ন আসে না।

কুরআন মাজীদের নামে যেসব কন্‌ফারেন্স বা সভা-সমিতির আয়োজন করা হয়, অধিকাংশগুলোতেই সারাক্ষণ কুরআনের মান-মর্যাদা, শান-শওকত ইত্যাদি বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। অথচ মুসলমান হিসেবে আমাদের ওপর কুরআন মাজীদের কী কী হক রয়েছে, সে হক আদায়ের কী কী পন্থা রয়েছে সে সম্পর্কে কোনো লক্ষ্যই করা হয় না। বাস্তবিকপক্ষে, যেখানে কুরআন মাজীদের অবস্থান, যেখানে কুরআনের মান-মর্যাদা ও শান-শওকতের সম্পর্ক ও তার যথাযথ বর্ণনা পেশ করার কথা কোনো মানুষ চিন্তাও করতে পারে না। সোজা কথায়,

قَدْرِ گَوْهَرْ شَاهِ دَانَدْ يَابِدَانَدْ گَوْهَرِىْ -

"মনির মূল্য বাদশাহ জানেন কিংবা জানেন মণিকার।"

বিজ্ঞানময় আল কুরআনের প্রকৃত অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান কেবলমাত্র আসমান-জমিনের সেই বাদশারই আছে, এটা যাঁর কালাম। এর প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে কেবল সেই মহান ব্যক্তি সত্তাই (স) অবহিত আছেন, যাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এই কিতাব।[১]

১। কুরআন মাজীদের প্রকৃত মর্যাদা, সত্যিকার অবস্থান ও মর্তবা সম্পর্কিত জ্ঞানের পরিধি সাধারণ মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধির তুলনায় অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। মানবীয় চিন্তার পথনির্দেশ করার জন্য খোদ কুরআন মাজীদে হালকা ধরনের একটি উপমা পেশ করা হয়েছে–

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ط وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ -

"যদি আমি এই কুরআন কোনো পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম তাহলে তুমি দেখতে যে, এটা আল্লাহর ভয়ে ধসে যাচ্ছে এবং দীর্ণ বিদীর্ণ হচ্ছে। এই দৃষ্টান্তগুলো আমি লোকদের সামনে এ উদ্দেশ্যে পেশ করছি যে, তারা (নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে) যেন চিন্তা ভাবনা করে।"

(আল-হাশর : ২১)

www.pathagar.com

আমাদের আসল কাজ হলো, প্রথমে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বুঝে নেয়া যে, এই পবিত্র গ্রন্থের কী কী দাবী আমাদের ওপর রয়েছে। এরপর দেখতে হবে আমরা সে দাবী কতটুকু পূরণ করছি। আর যদি বুঝতে পারি যে, আমরা সেভাবে দায়িত্ব পালন করছি না, তাহলে চিন্তা করতে হবে, সে দাবী পূরণের কী উপায় রয়েছে, তারপর সময় নষ্ট না করে সাথে সাথে কাজ শুরু করে দিতে হবে। কারণ, এর সাথে যথার্থ সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের মুক্তির উপায়। এ ব্যাপারে কোনো প্রকার শৈথিল্যের ক্ষতিপূরণ কুরআনের সম্মানার্থে কবিতা পাঠের আসর দ্বারা সম্ভব হতে পারে না। এখানে সেসব বিষয় সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

প্রত্যেক মুসলমানের নিকট আল কুরআনের রয়েছে পাঁচটি দাবী

কঠিন শব্দমালা এবং ধর্মীয় পরিভাষা বাদ দিয়ে সোজা কথায় বলতে গেলে প্রত্যেক মুসলমানদের নিকট কুরআন মাজীদের পাঁচটি দাবী রয়েছে। আর তা হলো আল কুরআনকে,

১. মেনে নেয়া।

২. পাঠ করা।

৩. অনুধাবন বা উপলব্ধি করা।

৪. নির্দেশ অনুযায়ী আমল বা কাজ করা।

৫. অন্যের কাছে এর দাওয়াত পৌঁছে দেয়া।

এখন আমি এ পাঁচটি দাবী সম্পর্কে আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পেশ করব, যেগুলো খোদ কুরআন মাজীদের মধ্যেই বর্ণিত হয়েছে। যাতে স্বাভাবিকভাবে কুরআন মাজীদের কিছু কিছু মৌলিক পরিভাষার সাথে আমাদের আত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিশ্বাস ও সম্মান

বিশ্বাস বা মেনে নেয়ার পারিভাষিক নাম হলো ঈমান। এর আবার দু'টি দিক রয়েছে– ১. ইকরার বিল লিসান অর্থাৎ, মুখে স্বীকার করা। ২. তাসদীক বিল কাল্‌ব অর্থাৎ, মনে প্রাণে বিশ্বাস করা।

মুখে স্বীকার করা ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করার অপরিহার্য শর্ত এবং অন্তরের বিশ্বাস প্রকৃত ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

কুরআনের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো, মুখে একথা প্রকাশ করা যে, কুরআন আল্লাহ তায়ালারই কালাম, যা সম্মানিত ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। এই স্বীকৃতির দ্বারা মানুষ ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করে। কিন্তু প্রকৃত ঈমান তখনই নসবী হয় যখন এ নির্দেশনামার প্রতি অন্তরে দৃঢ়বিশ্বাস বা ইয়াকীন জন্মে। উল্লেখ্য যে, এ অবস্থার সৃষ্টি হলে স্বাভাবিকভাবেই কুরআনী মহিমার চিত্র স্তরে অঙ্কিত হয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে কুরআনের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস বাড়তে থাকলে এর প্রতি মর্যাদা এবং সম্মান প্রদর্শনও বেড়ে যাবে। এ দু'টি বিষয় একে অন্যের পরিপূরক।

কুরআনে হাকীম থেকে জানা যায়, সর্বপ্রথম কুরআনের প্রতি ঈমান এনেছিলেন স্বয়ং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর পুণ্যাত্মা সাহাবাগণ।

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ـ

"রাসূল সেই হেদায়াতকেই বিশ্বাস করেছেন যা তাঁর পরোয়ারদিগারের নিকট থেকে তাঁর প্রতি নাযিল হয়েছে। আর যারা এই রাসূলের প্রতি বিশ্বাস করেছেন তারাও সে হেদায়েতকে মনে প্রাণে মেনে নিয়েছে।" (আল বাকারা : ২৮৫)

www.pathagar.com

এটি যে আল্লাহরই কালাম এ বিশ্বাস তাদের অন্তরের পূর্ণ সমর্থন এবং প্রগাঢ় ইয়াকীনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। ফলে একদিকে এর সম্মান ও মর্যাদার গাঢ় নকশা তাঁদের অন্তরে অঙ্কিত হয়েছিল। অপর দিকে এর সাথে গভীর ভালোবাসা এবং খোদায়ী প্রেমের একটা প্রগাঢ় সম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যে কারণে, মহানবী (স) ওহী অবতীর্ণের কষ্ট সহ্য করার সাথে সাথে এর আগমনের প্রতীক্ষাও করে থাকতেন। তিনি এর জন্য অস্থির থাকতেন এবং চাইতেন যে ওহী তাড়াতাড়ি আসুক। আবার কুরআন অবতীর্ণের সময় তিনি পূর্ণ আগ্রহের সাথে যথাশীঘ্র সম্ভব মুখস্থ করার চেষ্টা করতেন। যে জন্য আল্লাহ তায়ালা স্নেহশীল হয়ে তাঁকে এ কাজে অস্থির হওয়ার জন্য নিষেধ করেছেন। অবতীর্ণ হয়েছে –

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ -

"কুরআনের জন্য তাড়াহুড়া করবেন না।" (ত্বাহা : ১১৪)

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ -

"হে নবী! ওহীকে খুব তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্য নিজের জিহ্বা নাড়াবেন না।" (আল কিয়ামাহ : ১৬)

কুরআন অবতীর্ণের প্রথম পর্যায়ে একবার ওহী আসতে দেরি হয়েছিল। এ বিরতি মহানবী (স)-এর জন্য এতো দুঃসহ মনে হয়েছিল যে, রাসূল (স) বলেন, কঠিন মনোবেদনায় আমি তখন পাহাড়ের উপর থেকে নিজেকে ফেলে দেয়ার কথা চিন্তা করছিলাম। রাতের অধিকাংশ সময় তিনি পরওয়ারদিগারের সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে কুরআন পড়তেন। এতে তাঁর পবিত্র পা দুটি ফুলে যেতো। কুরআন সাক্ষী দিচ্ছে যে, এক তৃতীয়াংশ, অর্ধেক বা দুই তৃতীয়াংশ রাত এভাবে কাটানোর ব্যাপারে অনেক সাহাবীও মহানবী (স)-এর অনুসরণ করতেন। অধিকাংশ সাহাবী সপ্তাহে অবশ্যই একবার কুরআন শরীফ খতম করতেন। আর স্বয়ং মহানবী (স), যার ওপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, অনুরোধ করে সাহাবীদের নিকট থেকে কুরআন মাজীদ শুনতেন। গভীর প্রতিক্রিয়ার কারণে তাঁর চোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রু ঝরে পড়তো।

মহানবী (স) এবং সাহাবায়ে কিরামের কুরআন মাজীদের সাথে এতো গভীর সম্পর্ক ও মনোযোগের কারণ, কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়া সম্পর্কে তাঁদের ছিল দৃঢ় আস্থা। আমাদের অবস্থা কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কুরআন মাজীদ যে আল্লাহ পাকের নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এ কথা আমরা বিশ্বাস

www.pathagar.com

করি। খোদার যথাযথ শুকরিয়া আদায় করা সম্ভব হবে না যে, তিনি আমাদের অনুগ্রহপূর্বক সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন যারা কুরআনকে আল্লাহর কালাম হিসেবে স্বীকার করে। কিন্তু আফসোস এই যে, এর কালামে ইলাহী হওয়া সম্পর্কে আমাদের দৃঢ় ইয়াকীন ও পরিপূর্ণ উপলব্ধি নেই। আর এ হচ্ছে কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্কের দূরত্ব ও এর প্রতি অমনোযোগী হবার প্রকৃত কারণ। আপনারা হয়তো আমার এ কথায় অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু আমরা যদি নিজেদের অন্তরের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করি এবং এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুসন্ধান করি তাহলে নিজেরাই দেখবো যে, আমাদের অন্তরসমূহ প্রকৃতপক্ষেই কুরআনের প্রতি দৃঢ় ইয়াকীন ও বিশ্বাসশূন্য অবস্থায় রয়েছে। সন্দেহ ও দুর্বলতা আমাদের অন্তরে বাসা বেঁধেছে। আমাদের এহেন অবস্থার চিত্র কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে প্রকাশিত হয়েছে–

وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتَابَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ -

"আর আসল কথা হলো, আগের লোকদের পরে যাদেরকে কিতাবে উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে তারা সে ব্যাপারে অস্বস্তিকর সন্দেহে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে।" (আশ-শুরা : ১৪)

এ কারণেই না আছে আমাদের অন্তরসমূহে এর কোনো মর্যাদার স্থান, না এটা পাঠ করার জন্য আমাদের ইচ্ছার উদ্রেক হয়, না এর বিষয়বস্তুর ওপর চিন্তা-ভাবনা করার আগ্রহ আমাদের ভেতরে পাওয়া যায়, না এটাকে আমাদের জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার কোনো খেয়াল আমাদের মনে জাগে। এরূপ অবস্থা হওয়ার প্রকৃত কারণ, আমাদের ঈমান ও ইয়াকীনের অসম্পূর্ণতা। আর যে পর্যন্ত এ দুর্বলতা পরিহার করা না যাবে, ততো দিন শুধুমাত্র ওয়াজ-নসিহত দ্বারা কোনো ফল লাভ করা সম্ভব নয়।

এমতাবস্থায় আমাদের সকলের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে, নিজের অন্তরকে ভালোভাবে অনুসন্ধান করে দেখা। সে কি শুধু কুরআন মাজীদকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে এমন এক আসমানী কিতাব মনে করে যার সাথে তার জীবনব্যবস্থা ও কর্মনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। অথবা তার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, কুরআন আল্লাহরই কালাম এবং তা অবতীর্ণ হয়েছে এ জন্য যে, মানুষ এর থেকে হেদায়াত লাভ করবে ও একমাত্র জীবনব্যবস্থা হিসেবে তার জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করবে।

www.pathagar.com

জবাব যদি দ্বিতীয়টির পক্ষে হয়, তবে সেটাই কাম্য। আর যদি প্রথমটি হয় তবে আমি সন্দিহান যে, আমাদের অনেকের মধ্যেই এ অবস্থা বিদ্যমান। তাই সবার আগে ঈমানের এ ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করতে হবে। কারণ কুরআন মাজীদের অপরাপর সকল দাবী আদায়ের উপায় এর মধ্যেই নিহিত।

প্রশ্ন হতে পারে, এ ঘাটতি পূরণের কার্যকরী পন্থা কোনটি? উত্তরে বলা যায়, ঈমান হাসিল করার সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর উপায় হচ্ছে ঈমানদার লোকদের সান্নিধ্য লাভ করা। এজন্যই সাহাবায়ে কিরামের অন্তরে ঈমান ও ইয়াকীনের যে অবস্থা মহানবী (সা)-এর পবিত্র সংসর্গের কারণে সৃষ্টি হয়েছিল তার কল্পনা করাও এখন সম্ভব নয়।

রাসূল (স)-এর ইনতিকালের পর সাধারণ লোকের ঈমানী আলো লাভ করার জন্য সেই সব খাস ব্যক্তিদের সান্নিধ্যের মুখাপেক্ষী, যাঁদের অন্তকরণে ঈমান ও ইয়াকীনের প্রদীপ শিখা প্রজ্জ্বলিত রয়েছে। কিন্তু ঐসব খাস ব্যক্তিদের ঈমানী আলো লাভের সবচেয়ে বড় উৎস হচ্ছে আল কুরআন। তারপর মহানবী (স)-এর সীরাত এবং সাহাবায়ে কিরামের জীবন চরিত্রের এমন অনুশীলন, যা দ্বারা মহানবী (স) ও সাহাবায়ে কিরামের সাথে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয়ে ওঠে।

এরপর কুরআনের প্রতি ঈমান ও ইয়াকীনের ক্রম বৃদ্ধি ঘটাতে হবে। এর জন্য রয়েছে একটি মাত্র উপায়। আর তা হলো খোদ কুরআন মাজীদ। মাওলানা জাফর আলী মরহুমের ভাষায়–

وہ جنس نہیں ایمان جسے لے ائیں دکان فلسفه سے
ڈھونڈنےسے ملے گی قاری کو یہ قران کے سیپارون میں

"ঈমান তো নয় সহজলভ্য দার্শনিকের দোকানে
ঈমান খুঁজে পাবে পাঠক করলে তালাশ কুরআনে।"

আসলে ঈমান বাইরে থেকে প্রবেশ করিয়ে দেয়ার মতো কোনো বস্তুই নয়। এর প্রদীপ শিখা মানুষের ভেতরেই প্রজ্জ্বলিত হয়ে থাকে। তার অন্তকরণ আপনা আপনি সেই অমিয় ধারায় উদ্ভাসিত হয়, যেখানে ইহকাল ও পরকালের সকল গুঢ় রহস্য আপনা থেকেই প্রতিবিম্বিত হয়। এরই নাম 'ঈমান'।

দূষিত পরিবেশ এবং অশিক্ষা-কুশিক্ষার প্রভাবে মানুষের অভ্যন্তরণী প্রদীপ শিখার জ্যোতির্ময়তা স্তিমিত হয়ে আসে।

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يَهُوْدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ -

"প্রতিটি মানব শিশু সঠিক প্রকৃতির ওপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি বা খ্রিস্টান বানিয়ে দেয়।" (আল হাদীস)

দুষ্কর্মের কারণে তার অন্তরের স্ফটিক স্বচ্ছতা মলিন হয়ে যায়।

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ -

"কখনো নয়, বরং তাদের আমলের কারণে তাদের অন্তঃকরণসমূহের ওপর মরিচা পড়েছে।" (আল মুতাফ্ফিফীন : ১৪)

এই আয়নাকে পরিষ্কার করা এবং মানুষের ঐ অভ্যন্তরীণ নূরকে প্রজ্জ্বলিত করার জন্য কুরআন মাজীদ কালামে ইলাহী হয়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ -

"উপমা ও স্মারক সেসব বান্দার জন্য, যারা প্রকৃত সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।" (ক্বাফ : ৪)

অন্তরের সূচিশুভ্রতা ও খালেস নিয়তে যদি কুরআন মাজীদ পাঠ করা হয় এবং এতে যদি গভীর মনোনিবেশ সহকারে চিন্তাভাবনা করা হয়, তাহলে সকল বাধা অতিক্রম করে মানুষ তার অভ্যন্তরীণ নূরের আলোতে ঝলমলিয়ে ওঠে।

নূরে ঈমানীর এই হলো উত্তম উপলব্ধি। এর পরও কখনো যদি অলসতা বা পশু প্রবৃত্তির প্রভাবে অন্তরের স্বচ্ছতা বিমলিন হয়ে পড়ে, তবে তার কালিমা দূর করার সফল উপায়ও কেবল কুরআন মাজীদই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (স) ইরশাদ করেন,

اِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبُ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيْدُ اِذَا اَصَابَهُ الْمَاءَ - قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا جِلَاءُهَا - قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ -

"মানুষের অন্তরে মরিচা পড়ে যায়, যেমনটি হয় লোহাতে পানি লাগলে। জিজ্ঞেস করা হলো হুজুর, এই মরিচা কিভাবে দূর করা যায়? হুজুর (স) বললেন, অধিক পরিমাণে মৃত্যুর কথা স্মরণ এবং কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের মাধ্যমে।" (বায়হাকী)

সারকথা, কেবলমাত্র উত্তরাধিকারী দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন মাজীদকে পবিত্র আসমানী কিতাব হিসেবে মানতে গেলে আমাদের বর্তমান অবস্থা চিত্রের

www.pathagar.com

পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়। ফলে কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্কের যে অবনতি হয়েছে তার উন্নতিও হবে না। আমাদের নিকট কুরআনের যে সকল দাবী রয়েছে তা আদায় করার প্রথম শর্ত হচ্ছে, আমাদের অন্তরে এই বিশ্বাস জন্ম দেয়া যে, এটা আল্লাহরই কালাম এবং তা আমাদের হেদায়েতের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে।

এই প্রত্যয় জন্ম নেয়ার সাথে সাথে কুরআনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক বিপ্লব সংঘটিত হবে। আর তা হলো এ অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া যে, এটা আমাদের সেই স্রষ্টা ও মালিকের কালাম, যিনি অত্যন্ত পবিত্র এবং সকল শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মালিক। তাঁর মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে কিছুমাত্র অনুমান করাও কারও পক্ষে সম্ভব নয়। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) বলেছেন, আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে চিন্তার অপরাগতার অনুভূতিই প্রকৃত উপলব্ধি। এর দ্বারা আমাদের চিন্তা ও মননে এক বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। তখন আমরা বুঝতে পারব যে, এই জমিনের উপর ও আকাশের নিচে কুরআনের চেয়ে বড় কোনো সম্পদ এবং এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো নিয়ামতের অস্তিত্ব নেই।

তাহলেই এর তিলাওয়াত আমাদের রূহের খাদ্য, এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ও অনুশীলন আমাদের অন্তর ও বিবেক বুদ্ধির জন্য আলো হয়ে উদ্ভাসিত হবে। আর তখন নিশ্চয়ই এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যে, এর তিলাওয়াতের পিপাসা কখনো মিটবে না। নিজের সর্বোত্তম জ্ঞান বুদ্ধির আলোকে এবং পুরো জীবনটা এর ওপর চিন্তাভাবনা ও গবেষণায় উৎর্সগ করেও আমাদের মনে হবে –

حق تو یہ ہے کہ ادا نہ ہوا

"সত্য কথা এই যে, হক আদায় করা সম্ভব হয়নি।"

মহানবী (স) বলেছেন, "যাকে কুরআনের মতো এমন মূল্যবান নিয়ামত দেয়া হয়েছে, তার পরও তার অন্তরে যদি এমন ধারণা সৃষ্টি হয় যে, অপর কাউকে তার চেড়ে বড় নিয়ামত দেয়া হয়েছে, সে কুরআনের মান-মর্যাদা কিছুই উপলব্ধি করতে পারেনি।"

www.pathagar.com

তিলাওয়াত ও তারতীল

কুরআন পাঠের জন্য কুরআন মাজীদে কিরাত ও তিলাওয়াত দুটি শব্দই ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু সম্মান ও মর্যাদার সাথে এটাকে একটি পবিত্র আসমানী কিতাব হিসেবে বিবেচনা করে, সকল দিক থেকে নিজেকে সোর্পদ করে দিয়ে, আনুগত্য ও অনুসরণের মনোবৃত্তি নিয়ে কুরআন পাঠের জন্য কুরআনী পরিভাষা "তিলাওয়াত" শব্দটাই বিশেষ উপযোগী। কারণ এই শব্দটি আসমানী কিতাবসমূহ পাঠের জন্য নির্দিষ্ট। কিরাত শব্দটি সাধারণভাবে কোনো কিছু পাঠ করার জন্য প্রচলিত। তিলাওয়াত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, সাথে সাথে লেগে থাকা বা পেছনে পেছনে আসা। অপর দিকে 'কিরাত' কেবল মিলিত বা একত্রিত হওয়া অর্থে ব্যবহার হয়।

প্রথম দিকে কিরাত শব্দটি সাধারণভাবে কুরআন শেখা ও জ্ঞান লাভ করার জন্য ব্যবহার হতো এবং কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে কারী বলা হতো। কিন্তু পরবর্তীতে এই পরিভাষা কাওয়ায়েদ ও তাজবীদের অনুসরণ এবং হরফের মাখরাজ শুদ্ধ করে কুরআন পাঠ করার প্রতি পুরোপুরি গুরুত্বারোপ করাকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার হয়ে এসেছে। আর তিলাওয়াত সাধারণভাবে একনিষ্ঠতা, ভয়ভীতি ও বিগলিত চিত্তে বরকত হাসিল ও নসিহত লাভের আশায় কুরআন পাঠের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

তিলাওয়াতে কালামে পাক একটি বড় ইবাদাত হওযার সাথে সাথে ঈমানকে তরতাজা রাখার সবচেয়ে মোক্ষম ও উপযোগী মাধ্যম। কুরআন শুধুমাত্র একবার বুঝে নেয়ার জিনিস নয়; বরং বার বার পাঠ করা ও পড়তে থাকার জিনিস। মানবদেহ যেমন টিকে থাকা ও পরিপুষ্টির জন্য নিয়মিত খাদ্য সামগ্রীর মুখাপেক্ষী, তেমনি মানুষের রূহের জন্যও খাদ্যের প্রয়োজন। আর রূহের খাদ্য হলো এই কুরআন। জীব দেহের সকল খাদ্য জমিন থেকে পাওয়া যায়, আসমান থেকে আগত মানব রূহ রাব্বুল আলামীনের কালামের মাধ্যমে নিয়মিত খাদ্য ও শক্তি সামর্থ্যলাভের মুখাপেক্ষী।

যদি কুরআন মাজীদ একবার বুঝে নিলেই হয়ে যেতো, তাহলে মহানবী (স) বার বার তা পাঠ করার প্রয়োজন মনে করতেন না। অথচ কুরআন মাজীদ থেকে

www.pathagar.com

জানা যায় যে, তাঁকে বার বার কুরআন তিলাওয়াতের তাকিদ দেয়া হয়েছে। নবুয়তের প্রথম অধ্যায়ে তো বিশেষভাবে নির্দেশ ছিল, তিনি যেন রাতের অধিকাংশ সময় আপন প্রতিপালকের সামনে দাঁড়িয়ে ধীর গতিতে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অতিবাহিত করেন। পরবর্তীকালেও বিশেষ করে যখন কোনো বিপদ আপদের আধিক্য দেখা দিত এবং সবর ও ধৈর্যের প্রয়োজন হতো, তখন মহানবী (স)-কে তিলাওয়াতে কুরআনের নির্দেশ দেয়া হতো। সূরা কাহাফে ইরশাদ হয়েছে–

وَاتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ - لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَدًا -

"হে নবী! আপনার পালনকর্তার যে কিতাব আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে নাযিল করা হয়েছে তা (ঠিক ঠিক ভাবে) তিলাওয়াত করুন। তাঁর (আল্লাহর) কথার রদ-বদল করার অধিকার কারও নেই। (আর আপনি যদি কারও খাতিরে এটাতে রদ-বদল করেন তাহলে) তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্য কোনো আশ্রয় খুঁজে পাবেন না।" (কাহাফ : ২৭)

সূরা আনকাবুতে ইরশাদ হয়েছে–

أُتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ -

"(হে নবী) তিলাওয়াত করুন এই কিতাব যা ওহীর মাধ্যমে আপনার নিকট পাঠানো হয়েছে। আর নামায কায়েম করুন।" (আনকাবুত : ৪৫)

এসব আয়াতের মাধমে জানা যায় যে, নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকা অত্যন্ত জুররি। আর এটা মুমিন ব্যক্তির রুহের খাদ্য, ঈমান তরতাজা ও প্রাণচঞ্চল রাখার উপায় এবং বিপদ ও বাধাবিঘ্ন মোকাবেলা করার জন্য সবচেয়ে উপযোগী হাতিয়ার।

কিতাবে ইলাহীর মর্যাদা যাঁরা দিয়ে থাকেন কুরআন মাজীদ তাঁদের সম্পর্কে বলেছে –

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ -

আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তা তিলাওয়াত করে যেভাবে তিলাওয়াত করা উচিত অর্থাৎ, তিলাওয়াতের হক্ আদায় করে।"

(আল বাকারা : ১২১)

www.pathagar.com

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে এই আয়াতের সাক্ষী হওয়ার এবং যথাযথভাবে তিলাওয়াতে কুরআনের হক আদায় করার তাওফীক দিন। কিন্তু এজন্য জানা দরকার যে, তিলাওয়াতের হক এবং তা আদায়ের শর্তাবলি কী কী?

তাজবীদ

এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে কুরআন মাজীদের হরফসমূহের পরিচিতি, সেগুলো মাখরাজ (উচ্চারণ স্থান) সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান, বিরাম চিহ্ন ইত্যাদি যাকে এক কথায় তাজবীদ বলা হয়, ভালো করে বুঝতে হবে। তাজবীদ ছাড়া কুরআন মাজীদ শুদ্ধ করে সঠিকভাবে তিলাওয়াত সম্ভব নয়। ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে পর্যন্ত এদেশে প্রতিটি মুসলিম শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা কুরআনের হরফ পরিচিতির মাধ্যমে শুরু হতো। শিশুরা জীবনের শুরুতেই সেগুলোর শুদ্ধ উচ্চারণের যোগ্যতা অর্জন করতো। আফসোস! আজকাল মসজিদের শিক্ষার পরিবর্তে কিন্ডার গার্টেন পদ্ধতির শিক্ষার প্রচলন হওয়ায় এমন অবস্থা হয়েছে যে, মুসলমান যুবকদের অধিকাংশ এমনকি অনেক বৃদ্ধ এবং মধ্যবয়সী লোক কুরআন মাজীদ দেখে দেখে পর্যন্ত পড়তে জানে না। এ ধরনের লোকদের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ, তারা যেন তাদের এ দুর্বলতা উপলব্ধি করেন এবং শতশীঘ্র সম্ভব তা দূর করার যোগ্যতা অর্জন করুন। সাথে সাথে সন্তানদের সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন, যেন তাদের প্রাথমিক শিক্ষা কুরআনের মাধ্যমে শুরু করা যায়। সর্বপ্রথম তারা যেন কুরআনের হরফগুলোর সাথে পরিচিত লাভ করে সঠিক মাখরাজ আদায় করতে পারে সেদিকেও বিশেষ নজর রাখতে হবে।

এ ব্যাপারে সীমাতিরিক্ত প্রচেষ্টা যদিও ঠিক নয়, কিন্তু কুরআন মাজীদ স্বাভাবিক গতিতে শুদ্ধ আওয়াজ, মাখরাজ ও বিরাম চিহ্ন ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য করে পাঠ করার মতো যোগ্যতা লাভ করাতো সামান্য লেখাপড়া জানা প্রতিটি লোকের জন্যও অবশ্য কর্তব্য। আর এগুলো কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের হক আদায় করার প্রথম শর্ত।

প্রতিদিনের অভ্যাস

কুরআন পাঠের হক আদায় করার জন্য দ্বিতীয় বিষয় হলো কুরআন তিলাওয়াত প্রাত্যহিক জীবনের কর্মসূচীর মধ্যে বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত করা। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করার জন্য একটা পরিমাণ নির্ধারণ করা, যেটুকু প্রতিদিন সে অবশ্যই পাঠ করবে। তিলাওয়াতের পরিমাণ বিভিন্ন লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। সর্বাধিক পরিমাণ, যা

www.pathagar.com

মহানবী (স) নিজের জন্য অভ্যাস করেছিলেন, তা হলো তিনদিনে সম্পূর্ণ কুরআন খতম করা। অর্থাৎ প্রতিদিন দশপারা করে তিলাওয়াত করা। আর সবচেয়ে কম পরিমাণ হওয়া উচিত প্রতিদিন এক পারা করে ত্রিশ দিনে কুরআন খতম করা। আসলে এর চেয়ে কম তিলাওতে কালামে পাকের রুটিন ঠিক করা যেতে পারে না। এর মাঝামাঝি পরিমাণ, অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম যা অভ্যাস করেছিলেন, তা হলো সাত দিনে কুরআন খতম করা।

এক বর্ণনা মোতাবেক মহানবী (স) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-কে এভাবে কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবীদের যুগে সমগ্র কুরআন সাতটি ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ছয়টি অংশ তিন, পাঁচ, সাত, নয়, এগারো এবং তেরোটি সূরার সমন্বয়ে গঠিত ছিল। অবশিষ্ট সূরাগুলো নিয়ে গঠিত ছিল সপ্তম অংশ, যাকে "হজবে মুফাচ্ছাল" বলা হয়ে থাকে। এমনিভাবে প্রতিটি অংশ কমপক্ষে চার পারার সমন্বিত রূপ, যা ধীরস্থিরভাবে তিলাওয়াত করতে দুই ঘণ্টা সময় লাগে। আর এ সময়টুকু দিন-রাতের দশ ভাগের এক অংশেরও কম।

তিলাওয়াতে কুরআন মাজীদের এই পরিমাণ সে সব ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য, যাদের মধ্যে দ্বীনি মেজাজ ও ধর্মের প্রতি আগ্রহ রয়েছে এবং তারা কুরআনের হক আদায় করার জন্যও উদগ্রীব। চাই সে সাধারণ মানুষই হোক কিংবা জ্ঞান ও গবেষণা জগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক। কারন যেটুকু রুহের খাদ্য ও শক্তির জন্য প্রয়োজন সকলেইতো ততটুকু পাওয়ার জন্য মুখাপেক্ষী। এছাড়াও তিলাওয়াতের দ্বারা সাধারণ লোক জিকির ও নসীহত লাভ করতে পারবে। আর শিক্ষিত লোকদের জন্য জ্ঞানের আলো এবং গবেষকদের জন্য পথ নির্দেশ লাভ করা সম্ভব হবে। অবস্থা এই যে, গবেষক যিনি জ্ঞানের গ্রন্থি সংক্রান্ত কোন জট খোলার চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং বড় রকমের জটিলতার মধ্যে রয়েছেন, কুরআনে হাকীমের নিয়মিত তিলাওয়াতের মাধ্যমে তাঁর পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে যে, হঠাৎ করে গ্রন্থি খুলে গেছে, সমস্যার সমাধান পেয়ে গেছেন। কুরআন মাজীদের এমন কোনো জায়গা থেকে তিনি আলো পেয়ে যাবেন সে জায়গাটা হয়তো এর আগে অসংখ্য বার পাঠ করেছেন। যেহেতু প্রয়োজনীয় বিষয়টা তখন তাঁর মাথায় ছিল না, তাই এর অন্তর্নিহিত ভাব সম্পর্কেও লক্ষ্য ছিল না।

এমনকি সেই সব লোকদের জন্য তিলাওয়াত ফলপ্রসু যাঁরা দিন-রাত কুরআনে হাকীম সম্পর্কে চিন্তাভাবনার কাজে নিয়োজিত হয়ে কুরআনের এক একটা সূরা সম্পর্কে বছরের পর বছর ধরে গবেষণার কাজ করছেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কঠিন কঠিন বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছেন না।

www.pathagar.com

এমন সব লোকও তিলাওয়াতে কুরআনের এই নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি দ্বারা অন্যদের তুলনায় যে কেবল বেশি লাভবান হবেন তা নয়; বরং নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনেক কঠিন সমস্যা আপনা-আপনি সমাধা হয়ে অসংখ্য নতুন সিদ্ধান্ত তাদের সামনে এসে যাবে।

সুমধুর কণ্ঠস্বর : খোশ ইলহান

কুরআন তিলাওয়াতের দাবীসমূহের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, প্রতিটি লোক যথাসম্ভব ভালোভাবে, সুমধুর আওয়াজ ও সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করবে। কারণ শ্রুতিমাধুর্যের আকর্ষণ কমবেশি সকল মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। ভালো আওয়াজ সকল মানুষকেই আকৃষ্ট করে। ইসলাম হচ্ছে স্বভাবধর্ম। ইসলাম মানুষের প্রাকৃতিক জযবাকে একদম বিনষ্ট করে দেয় না, বরং সমস্ত স্বভাবধর্মী আকাঙ্ক্ষাকে সঠিক পথে নিয়ে আসে। সুদৃষ্টি ও শ্রুতিমাধুর্য মানুষের স্বভাবজাত আকাঙ্ক্ষার অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মাজীদের সুদর্শন ও মনোরম ছাপার মাধ্যমে মুমিন ব্যক্তি সুদৃষ্টির দ্বারা প্রকৃত শান্তি লাভ করে। সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করলে এর শ্রুতিমাধুর্য আগ্রহী ব্যক্তিকে তৃপ্তি দান করে। এ কারণেই মহানবী (স) সুমধুর কণ্ঠে তিলাওয়াতের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেছেন–

زَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ -

"কুরআনকে তোমাদের কণ্ঠস্বর দ্বারা পরিপাটি কর।"

সাথে সাথে এ ব্যাপারে অলসতা করা সম্পর্কে নিম্নোক্ত ভাষায় সতর্ক করে দিয়েছেন–

مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ فَلَيْسَ مِنَّا -

"কুরআনকে যারা সুললিত কণ্ঠে পাঠ করে না তারা আমার দলভুক্ত নয়।"

(আবু দাউদ)

এ ব্যাপারে গভীর আসক্তির জন্য সংবাদ দিয়েছেন–

مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَيْئٍ اَذِنَهُ لِحُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْاٰنِ -

"সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতকে আল্লাহ তায়ালা যতবেশি ভালোবাসেন অন্য কোনো জিনিসকে ততোটা নয়।"

পথ চলতে চলতে মহানবী (স) কোনো সাহাবীকে সুন্দর আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনলে দাঁড়িয়ে যেতেন, মনোযোগ দিয়ে তিলাওয়াত শুনতেন।

www.pathagar.com

তারপর আবার তাঁর প্রশংসাও করতেন। এ ছাড়াও তিনি সাহাবীদেরকে অনুরোধ করে তাঁদের কাছ থেকে কুরআন তিলাওয়াত শুনতেন, অথচ তাঁর নিকটইতো কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

হাদীস শরীফে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন মহানবী (স) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনানোর জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে কুরআন শুনাবো? অথচ আপনার নিকট কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। হুজুর বললেন, হ্যাঁ, আমি অন্যের কাছ থেকে শুনতে চাই। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) অবশেষে মহানবী (স) কে কুরআন পাঠ করে শুনালেন। মহানবী (স) এর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো।

একবার এক সাহাবীকে তিনি মধুর আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনে প্রশংসা করে বললেন–

তুমি দাউদ (আ)-এর সুমধুর সুরের ভাগ পেয়েছ।"

এ ব্যাপারে সীমালজ্ঘন করা ক্ষতিকর। বিশেষ করে যখন একটা লৌকিকতায় পর্যবসিত হয় এবং পেশা হিসেবে সমাজে চালু হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেকেরই উচিত মধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত ও শ্রবণের মাধ্যমে সুরের 'পিপাসা মিটানো। নিজের সাধ্যানুসারে সুন্দরতম উপায়ে কুরআন তিলাওয়াত করার চেষ্টা করা সবারই কর্তব্য।

প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য আদবসমূহ

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের হক আদায়ের শর্তসমূহের মধ্যে কিছু প্রকাশ্য আদব রয়েছে। যেমন; অজুর সাথে কিবলামুখী হয়ে বসে তিলাওয়াত করা, শুরুতে আউযুবিল্লাহ পাঠ করা। অন্তরে কুরআনের বাণী ও তার মালিকের মহিমা সম্পর্কে পরিপূর্ণ উপলব্ধি থাকা। ভয়ভীতি,, আনুগত্য ও আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তনের মানসিকতা নিয়ে তিলাওয়াত করা। কেবলমাত্র হেদায়াত লাভের প্রত্যাশা এবং কুরআনে হাকীমের নির্দেশ মোতাবেক নিজেকে গড়ে তোলার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কুরআন পড়তে হবে। তারপর এ নিয়ে নিয়মিত আলোচনা-পর্যালোচনা ও চিন্তা গবেষণা করতে হবে। নিজের পূর্ব পরিকল্পিত সিদ্ধান্তের যথার্থতা নিরূপণের জন্য কুরআনের দলিল খুঁজতে নয়; বরং যথাসাধ্য বিনয়ের সাথে কুরআন থেকে হেদায়াত লাভের জন্য পড়তে হবে। আগেই বলা হয়েছে যে, তিলাওয়াতের আভিধানিক অর্থ "পেছনে লেগে থাকা" বা "সাথে সাথে থাকা"। ফলে আন্তরিকভাবে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের অবস্থা নিয়ে পাঠ করাই হচ্ছে তিলাওয়াতে কালামে পাকের প্রকৃত অর্থ।

www.pathagar.com

তারতীল

তিলাওয়াতে কালামে পাকের উত্তম পন্থা হলো নামাজের মধ্যে বিশেষ করে তাহাজ্জুদ নামাজে স্বীয় প্রতিপালকের সামনে হাত বেঁধে দাড়িয়ে সম্পূর্ণ নীরবতা ও স্থিরতার সাথে অন্যান্য শর্তাবলি যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে থেমে থেমে কুরআন পাঠ করা। যেন এর দ্বারা অন্তরে অনাবিল প্রশান্তি লাভ করা সম্ভব হয়। কুরআনের পরিভাষায় এ ধরনের তিলাওয়াতকে "তারতীল" বলা হয়। নবুয়তের প্রাথমিক যুগে এভাবেই কুরআন তিলাওয়াতের জন্য মহানবী (স)-এর প্রতি নির্দেশ ছিল।

يَـٰٓأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ
انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۔

"হে মুয্যামমিল! রাত্রিকালে (নামাযে) দণ্ডায়মান হয়ে থাকুন কিন্তু রাতের কম অর্ধেক অথবা তার চেয়ে আরও কিছুটা কম। অথবা তার চেয়ে আরও কিছুটা বাড়িয়ে নিন। আর কুরআন থেমে থেমে পাঠ করুন।"

(মুয্যামমিল : ১-৪)

থেমে থেমে কুরআন পাঠ করার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতির সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কারণ, মহানবী (স)-এর প্রতি সমগ্র কুরআন এক সঙ্গে অবতীর্ণ হয়নি; বরং অল্প অল্প করে দীর্ঘকাল ধরে অবতীর্ণ হয়েছে। কাফিরদের অভিযোগ ছিল, আল্লাহপাক একই সাথে সমগ্র কুরআন অবতীর্ণ করেননি কেন? এর প্রতিবাদ করে আল্লাহ পাক সুরা ফুরকানে মহানবী (স)-কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন–

كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۔

"হ্যাঁ, এরূপ করা হয়েছে এজন্য যে, আমি এটাকে খুব ভালোভাবে আপনার মন-মগজে বদ্ধমূল করছিলাম, আর এ উদ্দেশ্যেই আমি এটাকে এক বিশেষ ধারায় আলাদা আলাদা অংশে সজ্জিত করেছি।" (আল ফুরকান : ৩২)

এর দ্বারা বুঝা যায়, তারতীল অন্তরের স্থিরতার জন্য বিশেষ উপযোগী। এভাবে কুরআন তিলাওয়াত করলে মানুষের অন্তঃকরণ সর্বাধিক পরিমাণে উপকৃত হয়ে থাকে। এমনকি অধিক প্রতিক্রিয়ার কারণে অন্তরে এক ধরনের কান্নার উৎপত্তি হয়। এ কারণে আল্লামা ইবনে আরাবী (র) তাঁর আহকামুল

www.pathagar.com

কুরআনে তারতীলের ব্যাখ্যায় হযরত হাসান (রা)-এর নিকট থেকে একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। একবার মহানবী (স) এমন এক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যিনি এক এক আয়াত করে কুরআন পড়ছিলেন এবং কাঁদছিলেন। হুজুর (স) সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কি আল্লাহর বাণী وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا। শুননি? দেখে নাও একেই বলে তারতীল।

তারতীলের সাথে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করার নির্দেশ মহানবী (স)-এর নিম্নোক্ত বাণীতেও রয়েছে-

اُتْلُوا الْقُرْاٰنَ وَابْكُوْا -

"কুরআন পড় এবং কাঁদ।" (ইবনে মাজা)

রাতের নামাযে মহানবী (স) কুরআন মাজীদ একনিষ্ঠতার সাথে পাঠ করার কারণে তাঁর পবিত্র বক্ষস্থল থেকে এমন এক গড় গড় শব্দ হতো, যেন চুলার ওপর পাতিলে রান্না হচ্ছে।

মুখস্থকরণ

তারতীলের অপরিহার্য শর্ত হলো অধিক পরিমাণে কুরআন মাজীদ মুখস্থ করা। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে এ কাজের প্রতি আগ্রহ কমতে কমতে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। একেতো পুরো কুরআন মুখস্থ করার পদ্ধতি কেবলমাত্র একটি প্রচলিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর জন্য আবার শৈশব কালটাকেই নির্ধারণ করা হয়ে থাকে, যে সময় কালামে পাক উপলব্ধি করার প্রশ্নই ওঠে না। এ অবস্থাও আজকাল কমে এসেছে, এমনকি কুরআন শরীফ হিফয্ করা বিত্তহীন দরিদ্র লোকদের জন্য একটা পেশা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে বেশিদিনের কথা নয় এমন অবস্থা ছিল যে, ভদ্র ও সচ্ছল পরিবারের মধ্যে হিফ্যুল কুরআনের প্রচলন ছিল। ভারত উপমহাদেশের কোনো কোনো শহরে এমন অবস্থাও ছিল যে, অধিকাংশ পরিবারে একাধিক হাফেযে কুরআন দেখা যেত। যে পরিবারে একজন হাফেযও না থাকতো তাকে অপয়া বা অলক্ষুণে বিবেচনা করা হতো। কুরআন হিফ্য করার এই ধারা অত্যন্ত পবিত্র এবং কুরআন সংরক্ষণের খোদায়ী ব্যবস্থার অন্তর্গত। এ ব্যাপারে বর্তমানে নতুন করে উদ্যোগ নেয়ার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

এবার বিশেষভাবে তারতীলে কুরআনের হক আদায়ের জন্য প্রতিটি মুসলমানের ওপর যে হিফয ওয়াজিব সেই হিফযুল কুরআন সম্পর্কেই আলোচনা

www.pathagar.com

করবো। অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমান ক্রমাগতভাবে অধিক পরিমাণে কুরআন মাজীদ মুখস্থ করার চেষ্টা করবে, যেন সে রাত্রিকালে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর কালাম তাঁকে শোনাতে পারে। আফসোস! আজকাল এই আগ্রহও সমাজ থেকে ওঠে গেছে। এমনকি ওলামায়ে কেরামও এ ব্যাপারে নিশ্চুপ হয়ে গেছেন। বিশেষ করে যেসব আলেম মসজিদের সাথে সম্পর্কযুক্ত, কুরআনের সাথে যাঁদের সবচেয়ে বেশি অন্তরঙ্গতা থাকা উচিত ছিল, তাদের অবস্থাও এমন হয়ে গেছে যে, কুরআনের যে অংশটুকু এক সময় মুখস্থ করেছিলেন ততটুকুই যথেষ্ট মনে করে নামাযের মধ্যে বার বার অদল বদল করে তা পাঠ করে থাকেন।

অথচ অবস্থা এমন হওয়া উচিত ছিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তি কুরআনের ঐ অংশ যা তার মুখস্থ হয়েছে তাকে নিজের প্রকৃত সম্পদ মনে করে উত্তরোত্তর সেই সম্পদ আরও বৃদ্ধি করার অব্যাহত প্রচেষ্টা চালাবে। যেন তিলাওয়াতে কুরআনের সবচেয়ে উত্তম উপায় তারতীলের সাথে পাঠ করে অধিক পরিমাণে স্বাদ লাভ করতে পারে। আপন আত্মাকে উত্তম উপায়ে সর্বাধিক পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করতে সক্ষম হয়।

www.pathagar.com

আলোচনা ও চিন্তা ভাবনা

মেনে নেয়া ও পাঠ করার পর কুরআন মাজীদের তৃতীয় হক হলো, তাকে উপলব্ধি করা। প্রকাশ থাকে যে, কালামে ইলাহী এ উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআনের প্রতি ঈমান আনার অপরিহার্য শর্ত হলো, এর পরিপূর্ণ উপলব্ধি হাসিল করা। উপলব্ধি ছাড়া শুধু তিলাওয়াত জায়েয হতে পারে কেবল সেসব লোকের জন্য, যারা লেখা পড়া থেকে একদম বঞ্চিত এবং এখন শিক্ষা করারও বয়স নেই। এ ধরনের লোক যেনতেনভাবে তিলাওয়াত করলেও লাভবান হবে এবং সাওয়াব অবশ্যই লাভ করবে।

এমন এক ব্যক্তি, যে দেখে দেখেও কুরআন শরীফ পড়তে জানে না, এখন শিখে নেয়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়, কুরআন আল্লাহর কালাম-এই বিশ্বাস নিয়ে কুরআন শরীফ খুলে মহব্বত, বিশ্বাস ও যথাযথ সম্মানের সাথে শুধু এর লাইনগুলোর ওপর আঙুল পরিচালনা করলে এ কাজ তার জন্য অবশ্যই সাওয়াব ও বরকত বলে বিবেচিত হবে।[১]

কিন্তু শিক্ষিত লোক যারা জীবনের দীর্ঘ সময় লেখাপড়া শেখার জন্য ব্যয় করেছেন এবং দুনিয়ার অনেক জ্ঞান বুদ্ধি হাসিল করেছেন, তারা যদি কুরআন মাজীদ না বুঝে পাঠ করেন, হয়তো তাতে কুরআনকে অবহেলা, অমর্যাদা ও ঠাট্টাকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। কুরআন বিমুখতার শাস্তি এই তিলাওয়াতের সওয়াবের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে। এ অবস্থার প্রতিবিধান করা যাবে কেবল কুরআনী শিক্ষা হাসিল করার জন্য দৃঢ় সংকল্প ও আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করার দ্বারা। মধ্যবর্তী সময়ে শুধুমাত্র তিলাওয়াত করলেও আশা করা যায়, সাওয়াব পেতে থাকবে।

১। একটি হাদীসে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ দ্বারা এ কথা ভুল বুঝানো হয়ে থাকে যে, ভালোভাবে লেখাপড়া জানা শক্তি সামর্থবান লোক কুরআন শরীফ না বুঝে কোনো রকমে পাঠ করতে পারলেও আল্লাহর কাছে অবশ্যই সওয়াব লাভ করবে।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَأُ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهٗ اَجْرَانِ -

"হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) এর নিকট থেকে বর্ণিত। মহানবী (স) বলেছেন, কুরআনে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মর্যাদা সম্মানিত ও অনুগত ফেরেশতার সমতুল্য। কিন্তু যে ব্যক্তি কুরআন পড়তে আটকে যায়, পড়তে খুব কষ্ট করতে হয় তার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

www.pathagar.com

কুরআন উপলব্ধি কোনো সহজ ব্যাপার নয়। এর জন্য অনেক বিশেষ নিয়ম পদ্ধতি রয়েছে। প্রতিটি লোক জ্ঞানের এ মহাসমুদ্র থেকে স্বীয় প্রকৃতি, অধ্যবসায়, স্মরণ-শক্তি ও স্বভাবের উর্বরতা অনুযায়ী মণিমুক্তা কুড়াতে পারে। স্ব স্ব প্রচেষ্টা, পরিশ্রম, অনুসন্ধান ও উদ্যোগ অনুযায়ী সফলতা লাভ করতে পারে। এমনকি কোনো মানুষ যতবড় অধ্যবসায়ী হোন না কেন এবং যতই পরিশ্রম করুন, তারপর যদি সারাটি জীবন কুরআন অধ্যয়নে নিয়োজিত থাকেন, তার পক্ষে এ কথা বলা মোটেই সম্ভব নয় যে, তিনি কোনো একটি জায়গায় গিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে যাবেন এবং কল্পনা করবেন যে, কুরআনের পরিপূর্ণ উপলব্ধি তার হয়ে গেছে। এজন্য মহানবী (স) কুরআন সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, এটা এমনই একটি খনি, যার বিস্ময় কখনো শেষ হওয়ার নয় এবং এর চিন্তা ও গবেষণা থেকে মানুষ কখনো অবসর নিতে পারবে না।

হযরত আলী (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে কুরআন সম্পর্কে মহানবী (স) এর নিম্নোক্ত বাণী উদ্ধৃত হয়েছে–

وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا تَنْقَضِى عَجَائِبُهُ ـ

"আলেমগণ কখনো এ কিতাব থেকে পরিতৃপ্ত হবে না। ব্যাপক আলোচনা, পর্যালোচনা ও তিলাওয়াতের দ্বারা এর অন্তর্নিহিত ভাব আহরণের এতটুকু কমতি হবে না। আর না কখনো সমাপ্ত হবে এর অলৌকিকতার (নতুন নতুন জ্ঞান ও তত্ত্বে)।"

وَفِى ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ـ

"অতএব দৃঢ় সংকল্পকারী, সাহসী ও অনুসন্ধিৎসু মনের লোকেরা এই ময়দানকে উদ্যম ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিচরণক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করে প্রতিযোগিতায় একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।"

উপলব্ধির ব্যাপারে কুরআন মাজীদে জ্ঞান, চিন্তা, বুদ্ধ, অবগতি ইত্যাদি অনেক শব্দই ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, কুরআন বুঝার জন্য যে পরিভাষা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়েছে তা হলো "যিকর" বা "তাযাক্কুর"। সুতরাং কুরআন নিজেই স্থানে স্থানে নিজেকে "যিকরা" বা "তাযকেরা" শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেছে। এই পরিভাষা প্রকৃতপক্ষে কুরআন উপলব্ধির সকল প্রকার পথের সন্ধান দিয়ে থাকে। এর মাধ্যমে আসল লক্ষ্য ও

www.pathagar.com

প্রকৃত উদ্দেশ্যের চাবিকাঠি লাভ করাও সম্ভব হয়। সাথে সাথে ঐ প্রকৃত অবস্থার দিকেও ইঙ্গিত করে যে, কুরআনের পটন-পাঠন মানুষের জন্য অচেনা কোনো বিষয় নয়, এটা আসলে তার স্বীয় স্বভাব-প্রকৃতিরই ব্যাখ্যা মাত্র। আর এর আসল উদ্দেশ্য হলো, দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়া, কোনো নতুন কিছু শেখানো নয়। কুরআন সকল বিবেকবান লোককে, বিশেষ করে যাদেরকে সে قَوْمٌ يَّعْقِلُوْنَ এবং اُولُوا الْاَلْبَابِ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে, গভীর চিন্তা ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তির দাওয়াত দিয়ে থাকে। আর বলে, كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"এভাবেই আমি সেসব লোকের জন্য নিদর্শনাদি প্রকাশ করি, যারা চিন্তা-গবেষণা করে।" (ইউনুস : ২৪)

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ـ

"আর এই যিকর আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যেন আপনি লোকদের সামনে সেই শিক্ষাধারার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে থাকেন, যা তাদের জন্য নাযিল করা হয়েছে এবং যেন লোকেরা নিজেরাও চিন্তা গবেষণা করে।"

(নাহল : ৪৪)

এমনিভাবে আরও বর্ণিত হয়েছে :

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ـ

"আল্লাহ্ তায়ালা এমনিভাবেই তাঁর নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যেন তোমরা জ্ঞান লাভ করতে পার।" (আল বাকারা : ২৪২)

আরও বর্ণিত হয়েছে :

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ـ

"আমি এই কুরআনকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি, যেন তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পার।" (ইউসুফ : ২)

কুরআনের নিদর্শনাদি, আসমান-জমিনের যাবতীয় নিদর্শন এবং সৃষ্টিজগতের নিদর্শনমালা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করলে এ তিনটির মধ্যে গভীর সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। অপরদিকে এসব নির্ভরযোগ্য মাধ্যম দিয়ে এমন কিছু সত্য পথেরও

www.pathagar.com

সন্ধান লাভ করা যায়, যার সাক্ষ্য মানুষের নিজের স্বভাবের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। এমনিভাবে নিজের অভ্যন্তরের গোপন সাক্ষ্য প্রকাশিত হয়ে তার উপলব্ধি ও জ্ঞানের পর্দার ওপর সত্য ভাস্বর হয়ে ওঠে। বস্তুসত্তার প্রকৃত জ্ঞান লাভের অপর নাম 'ঈমান'। এই জ্ঞানের ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়, যেন ব্যাপক ভাঙ্গাগড়ার পরিণতিতে কোনো পুরানো ঘটনা মানুষের মনে জাগরুক হয়ে স্মৃতির মণিকোঠায় বিচরণ করে। এ ধরনের প্রচেষ্টার নাম কুরআনের পরিভাষায় "তাযাক্কুর"।

এই 'তাযাক্কুর' বা চর্চার প্রয়োজন সব মানুষেরই রয়েছে। চাই সে সাধারণ মানুষই হোক কিংবা কোনো বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হোক। এজন্য আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদকে অত্যন্ত সহজ করে অবতীর্ণ করেছেন। যেন মানুষ সহজেই এর চর্চা করতে পারে। কুরআন মাজীদের একই সূরাতে চারবার এ কথার পুনরুক্তি করা হয়েছে–

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ -

"আমি এই কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি। এর থেকে উপদেশ গ্রহণে কেউ প্রস্তুত আছে কি?" (আল কামার : ১৭, ২২, ৩২ ও ৪৪)

প্রত্যেক মানুষের জন্যই আল কুরআনে যুক্তি প্রদান করা হয়েছে। সে যতই কম কিংবা সাধারণ শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী হোক না কেন। দর্শন-যুক্তিবিদ্যা এবং অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে যতই অজ্ঞাত হোক, ভাষা ও সাহিত্যের কমনীয়তা ও জটিলতা সম্পর্কে যতই অনভিজ্ঞ হোক, সে কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন করতে পারে। তবে শর্ত হলো, সে সুস্থ বিবেকবান হবে এবং এর মধ্যে কোনো প্রকার অসৎ উদ্দেশ্য বা বাঁকা পথ খোঁজার চেষ্টা করবে না। এ ধরনের লোক কুরআন মাজীদ পাঠ করলে সাথে সাথে একটা সহজ-সরল অনুভূতি তার মধ্যে এসে যাবে।

تَيَسُّرُ قُرْاٰنِ لِلذِّكْرِ অর্থাৎ, উপদেশ গ্রহণের জন্য কুরআন সহজীকরণের বিভিন্ন দিক রয়েছে। প্রথমত, এর আসল উদ্দেশ্য, মানব প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া। কুরআন মাজীদ পাঠ করে একজন সুস্থ মানসিকতা সম্পন্ন লোক নিজেই নিজের ভেতরের আওয়াজ শুনতে পারে। দ্বিতীয়ত, কুরআনের দলিলসমূহ অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং খুবই সাদাসিধা। অধিকন্তু, কঠিন বিষয়গুলো খুবই আকর্ষণীয় উপমার সাহায্যে সহজ করে দেয়া হয়েছে। তৃতীয়ত, সাহিত্য রূপ ও রসতত্ত্বের চরম উৎকর্ষ সত্ত্বেও কুরআনের ভাষা খুব সহজ। আরবী ভাষায় পারদর্শী না হয়েও পাঠক খুব শীঘ্রই এর সাথে পরিচিত হতে পারে। কুরআনের মধ্যে এমন জায়গা খুব কমই পাওয়া যাবে, যা সে আয়ত্ত করতে অক্ষম হবে।

www.pathagar.com

কিন্তু "তাযাক্কুর বিল কুরআন" এর জন্য আরবী ভাষায় মৌলিক জ্ঞান অপরিহার্য। মূল আরবীর সাথে অর্থ বোঝার জন্য কুরাআনের অনুবাদ পাঠ করা সমীচীন নয়। আমার বিশ্বাস, আরবী ভাষার এতটুকু জ্ঞান অর্জন করা এতটাই গুরুত্ববহ যে, তিলাওয়াতের সাথে সাথে পাঠকারী যেন নিজে নিজেই এর অর্থ বুঝতে সক্ষম হয়।

আমার বুঝতে কষ্ট হয়, এমন একজন মুসলমান যিনি কঠিন কঠিন বিদেশী ভাষা শিখতে পারলেন, বিএ, এমএ, পাস করলেন, তিনি আল্লাহ তায়ালার আদালতে এতটুকু আরবী না শেখার জন্য কী অজুহাত পেশ করবেন, যা দ্বারা কালামেপাক বুঝতে পারা যায়?

সুধীমণ্ডলী! আমি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে বিশ্বাস করি যে, এ ধরনের লোকদের আরবী শিখে কুরআন উপলব্ধি করা থেকে বিরত থাকা আল্লাহর কালামের প্রতি অবেহলা প্রদর্শন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। চিন্তা করে দেখুন, আমরা নিজেরাই এহেন আচরণ দ্বারা আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজেদেরকে শাস্তির যোগ্য করে তুলেছি। আমার মতে, কম করে হলেও আরবী ভাষায় এতটুকু জ্ঞান লাভ করা কর্তব্য, যা দিয়ে সহজে কুরআনের বক্তব্য বিষয়ের উপলব্ধি করা যায়। ততটুকু জ্ঞান লাভ করা প্রতিটি লেখাপড়া জানা লোকের প্রতি আল-কুরআনের দাবী। যে দাবী আদায় না করলে শুধুমাত্র কুরআনের প্রতিই নয়; বরং নিজের প্রতিও বড় জুলুম করা হবে।

কুরআন উপলব্ধির দ্বিতীয় পর্যায় হলো "তাদাব্বুরে কুরআন"। অর্থাৎ কুরআনকে গভীর মনোযোগ ও চিন্তার লক্ষস্থল বানানো এবং এর জ্ঞান-বিজ্ঞানের গভীরতায় নিমগ্ন হওয়ার প্রচেষ্টা চালানো। কারণ, কুরআন মাজীদ মানবজাতির জন্য পথনির্দেশক। কুরআন যেভাবে সাধারণ মানুষের কাছে উভয় জগত, নিজের অস্তিত্ব ও উৎপত্তি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা এবং জীবনযাপনের বিস্তৃত পথের নির্দেশ দিয়ে থাকে, তেমনিভাবে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোকদের জন্যও হেদায়াত এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তার জগতের বিচরণক্ষেত্র এবং সকল মোড়ে মোড়ে কুরআন তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করে।

আল কুরআন নিজেকে চিন্তা ও গবেষণার ক্ষেত্রে হিসেবে প্রকাশ করে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছে–

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ـ

www.pathagar.com

"এটা এক বহু বরকতসম্পন্ন কিতাব, যা (হে নবী!) আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যেন লোকেরা এর আয়াতগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে এবং জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন লোকেরা এ থেকে সবক গ্রহণ করে।" (সোয়াদ : ২৯)

চিন্তাভাবনা না করা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে –

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ -

"এরা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর মনোনিবেশ সহকারে চিন্তাভাবনা করে না" (আন নিসা : ৮২)

পুনরায় বলা হয়েছে–

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا -

"তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে না, নাকি এদের অন্তরসমূহে তালা লেগে গেছে?" (মুহাম্মদ : ২৪)

তিলাওয়াতের দিক থেকে কুরআন মাজীদ যত সহজ, গবেষণার দিক থেকে তত কঠিন। এ মহাসমুদ্রে বিচরণকারীগণ বুঝতে পারেন যে, এর গভীরতা সম্পর্কে কোনো প্রকার অনুমান সম্ভব নয়, এর কূল-কিনারার কোনো আলোকরশ্মিও কেউ পেতে পারে না। সাহাবায়ে কিরামের জীবন থেকে জানা যায়, এক একটি সূরা সম্বন্ধে তাঁরা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত চিন্তা গবেষণার কাজে অতিবাহিত করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (র), যাঁকে মহানবী (স) সাত দিনে কুরআন মাজীদ খতম করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সূরা বাকারা সম্পর্কে আট বছর পর্যন্ত গবেষণা করেছেন। একটু চিন্তা করে দেখুন, এ হচ্ছে সেসব লোকের অবস্থা, যাঁদের নিজের ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে তাদের নিজেদেরই চোখের সামনে। সুতরাং তাঁদের আরবী ভাষা বা ব্যাকরণ শেখার প্রয়োজন হয়নি, শানেনুযূল বা অবতীর্ণের কাল এবং প্রেক্ষাপট খোঁজার জন্যও কোনো কষ্ট করতে হয়নি। তা সত্ত্বেও এক একটি সূরা সম্পর্কে বছরের পর বছর তাদের চিন্তাভাবনা করার মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, কুরআনে হাকীমের জ্ঞান-বিজ্ঞানের গভীরতায় সাঁতার কাটা কোনো সহজ কাজ নয়। এর জন্য কঠোর পরিশ্রম ও ব্যাপক অনুশীলনের প্রয়োজন। ইবনে জারীর, তাবারী, আল্লামা যামাখশারী, ফখরুদ্দিন রাজী (র) প্রমুখ মনীষীর মতো অসংখ্য মানুষ সারা জীবন চিন্তা-গবেষণা করে কুরআনের কোনো কূল-কিনারা করতে পারেননি। বিগত চৌদ্দশ বছরের মধ্যে

www.pathagar.com

এমন একজন লোকও পাওয়া যায়নি, যিনি মোটা মোটা আকারের তাফসীর লেখার পরও বলতে পেরেছেন যে, তিনি কুরআন গবেষণার হক আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন কিংবা কুরআন পুরোপুরি উপলব্ধি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। সুতরাং অন্যদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

ইমাম গাযযালী (র) তাঁর "ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন" গ্রন্থে এক বুজুর্গের কথা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বুঝা যায়, গভীর অনুশীলন ও উপলব্ধি ছাড়া শুধুমাত্র কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব কতটুকু। তিনি বলেন, আমি শুক্রবার, প্রতিমাসে এবং প্রতি বছর একবার করে কুরআন শরীফ খতম করে থাকি। এ ছাড়া আরেকটি খতম রয়েছে, বিগত ত্রিশ বছর পর্যন্ত মশগুল থেকেও এখনো পর্যন্ত অবসর নিতে পারিনি।

কুরআন মাজীদ গবেষণা ও অনশীলনের শর্তাবলি অত্যন্ত কঠিন। সেসব শর্ত পূরণ করা একজন মানুষের পক্ষে এ কাজের জন্য সমগ্র জীবনটা উৎসর্গ করা ছাড়া সম্ভব নয়। জীবনের একমাত্র লক্ষ্য কুরআন মাজীদ শেখা ও শেখানোর মধ্যে নির্দিষ্ট করতে হবে। এ কাজের জন্য সর্বপ্রথম আরবী ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তারপর আরবী সাহিত্যের রূপ ও রসতত্ত্ব সম্পর্কেও ব্যাপক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এছাড়ও যে ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে সে ভাষার প্রাচীন ইতিহাস, বিবর্তন ধারা এবং প্রাচীন কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্য কর্ম সম্বন্ধেও ব্যাপক পড়াশুনা থাকতে হবে। এখানেই শেষ নয়, কুরআন নিজেই কতগুলো বিশেষ পরিভাষা ও নিজস্ব স্টাইল চালু করেছে, সেগুলো সম্পর্কেও সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

এছাড়া কুরআনের গ্রন্থনা সম্পর্কে জ্ঞান কুরআন উপলব্ধি বা অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি কঠিন পর্যায়। কুরআনের বিভিন্ন ভাষণের সন্নিবেশ সংক্রান্ত হিকমত অবতীর্ণের সময়কালের প্রেক্ষিত থেকে আলাদা। প্রথমে বিভিন্ন সূরা, তারপর অবতীর্ণের সময়কালের প্রেক্ষিত থেকে আলাদা। প্রথমে বিভিন্ন সূরা, তারপর প্রতিটি সূরার আয়াতগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করা এমনই দুরূহ ব্যাপার যে, বড় বড় সাহসী ও সংকল্পবদ্ধ লোকও অপারগ হয়ে থেমে যেতে বাধ্য হয়।

কিন্তু এই কঠিন অবস্থার উত্তরণ সম্ভব না হলে কুরআন গবেষণার হক আদায় করার প্রশ্নই আসে না; বরং এভাবেই এ অসীম খনি থেকে কুরআনে হাকীমের ইলম ও হিকমতের আসল মুক্তা হাসিল হতে থাকে। নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কূল-কিনারাবিহনী মহাসমুদ্রের গভীরতার প্রকৃতি অনুমান করা যায়। কুরআন

www.pathagar.com

বুঝার জন্য হাদীস শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। এর সাথে প্রাচীন আসমানী কিতাবসমূহেরও ব্যাপক পড়াশুনা থাকা দরকার। এ সকল মঞ্জিল অতিক্রম করতে পারলে মানুষ এমন যোগ্যতার অধিকারী হয়, যার ফলে কুরআনের পঠন-পাঠন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করতে পারে।

এরপর শুরু হয় আরেকটি অধ্যায়ের। আর তা হলো, মানব ইতিহাসের সকল যুগের জ্ঞানের তত্ত্ব ও প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে বিশেষ ধারণা। এছাড়া কুরআন গবেষণার হক আদায় করা সম্ভব নয়। কুরআনের হিকমত সম্পর্কে গবেষণায় আগ্রহী ব্যক্তির জ্ঞানের পরিধি কমপক্ষে এতটুকু বিস্তৃত অবশ্যই করতে হবে, যেন এ সকল জ্ঞানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক রূপ দ্বারা এর ভূমিকা, যুক্তি তর্কের ধারা, বক্তব্যের রীতি পদ্ধতি, পরিণাম ও ফলাফল সম্বন্ধে সাধারণ পরিচয় সহজে তার স্মৃতিশক্তির আয়ত্তে এসে যায়। কারণ কুরআন মাজীদের জ্ঞান ও হিকমতের মহাসাগর থেকে মুক্তা আহরণকারী প্রতিটি মানুষ নিজের ধীশক্তির গভীরতা অনুযায়ী অংশ লাভ করে থাকে। এই আলোকময় কিতাবের হেদায়াতের আলো প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর তার নিজস্ব চিন্তা ও অনুশীলনের বিস্তৃতি অনুযায়ী বিচ্ছুরিত হয়ে থাকে।

মানুষের মেধাশক্তির বিকাশ ও চিন্তা রাজ্যের সীমানার বিস্তৃতি প্রকৃতপক্ষে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের তুলনামূলক চর্চার মাধ্যমে হয়ে থাকে। বিশেষভাবে তাবলীগ ও জনসমক্ষে প্রকাশের জন্য এর গুরুত্ব অনেক বেশি। এমনকি এ ধরনের তুলনামূলক জ্ঞান ছাড়া কুরআন ব্যাখ্যার হক আদায় হওয়া সম্ভব নয়। কারণ প্রত্যেক যুগে ব্যবহারিক জ্ঞানের উৎকর্ষ ও উপযোগিতা অনুযায়ী বিজ্ঞান , দর্শন, ইলাহিয়াত, প্রকৃতি, চরিত্র ও মনস্তত্ত্বসহ অন্যান্য বিদ্যা দ্বারা মানুষের মেধাশক্তি সাধারণভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে।

ফলে মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় নানা রকম ভুল চিন্তা ও দর্শনের। এ ধরনের ভুল চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির যে প্রসার ঘটে থাকে তার মোকাবেলা এবং একে প্রতিহত করতে হলে এ ধরনের তুলনামূলক জ্ঞানের দরকার। সেসব ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে গভীর অনুশীলন এবং সেসবের মূলভিত্তি ও সূত্রসমূহ সম্পর্কে অবহিত হয়ে এমনভাবে পাল্টা আক্রমণ করতে হবে, যেভাবে স্ব স্ব যুগে ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম গাযযালী প্রমুখ মনীষীবৃন্দ করেছেন।

আধুনিক যুগ বাস্তবিক পক্ষে বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছে। ওপরে উল্লিখিত বিষয়াদি ছাড়াও জড়বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার চম বিকাশ মানুষের চিন্তাধারাকে হতভম্ব করে দিয়েছে। ফলে একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে মিথ্যা মতবাদের গোলক ধাঁ ধাঁ অতিক্রম করা আসলেই অসম্ভব ব্যাপার।

www.pathagar.com

এহেন পরিস্থিতিতে বর্তমানকালে কুরআন অধ্যয়ন ও গবেষণার হক কেবল এভাবেই আদায় হতে পারে যে, সাহসী ও যোগ্য লোকদের একটি বড় দল নিজেদেরকে এ কাজের জন্য উৎসর্গ করে দেবে। তারা একদিকে কুরআন গবেষণার উপরিউক্ত শর্তাবলি পূরণ করবে, অপরদিকে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের গভীর ও সঠিক পাণ্ডিত্য অর্জন করবে। অতঃপর শুধুমাত্র কুরআনের আলোকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঠিক ও ভুল অংশগুলো সম্পূর্ণভাবে কেবল আলাদাই করবে না; বরং নতুন নতুন যুক্তি ও সহজবোধ্য পরিভাষার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির গণ্ডিতে এসে কথা বলবে। সহজ পদ্ধতিতে কুরআনের হেদায়াতের আলো লোকদের চোখের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরবে। এতে যেন لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ অর্থাৎ মানুষের জন্য এই কুরআনকে বর্ণনা করার যে দায়িত্ব মহানবী (স) নিজের জীবদ্দশায় পালন করেছেন, তা আজকের যুগে তাঁর উম্মতের দ্বারা পূরণ হয়। আর এ কাজ ঐ সময় পর্যন্ত হবে না, যতক্ষণ না মুসলিম জাহানের স্থানে স্থানে এমন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হবে, যেখানে সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য হবে, কুরআনের গবেষণা ও অধ্যয়ন। এর সাথে সাথে সকল বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষা যেমন–দর্শন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সমাজ বিদ্যা, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইনশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র, রসায়নবিদ্যা, পদার্থ বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদির বিভিন্ন বিভাগও থাকবে। কুরআন গবেষণার প্রতিটি ছাত্র আবশ্যিকভাবে নিজের পছন্দ মতো এগুলোর একাধিক বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করবে। যেন তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐসব শাখার তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে কুরআনের শিক্ষা ও হেদায়াতকে কার্যকরী ও গ্রহণযোগ্যভাবে মানুষের কাছে পেশ করতে পারে।

মনে রাখা দরকার যে, এটি সহজসাধ্য কোনো ব্যাপার নয়। যে কারণে সকলের ওপর এ কাজের দায়িত্বও বর্তায় না। এ কাজ প্রথমত সেসব লোকেরই করণীয় যারা প্রকৃতি প্রদত্ত জ্ঞানের পিপাসা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে। যাদের মস্তিষ্কে আপনা আপনি এমনসব প্রশ্ন জাগে। যেগুলোর সমাধান বুদ্ধিবৃত্তির সকল স্তর অতিক্রম করা ছাড়া সম্ভব হয় না। এ ধরনের লোক জ্ঞানের অন্বেষণে এমনভাবে নিবিষ্ট হয়ে যায়, যেমনভাবে একজন ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি খাদ্য ও পানীয়ের সন্ধান লাভের প্রচেষ্টা চালায়।

এ ধরনের লোক رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا 'প্রভু! আমার জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দাও' এই প্রার্থনা করতে করতে সম্মুখে এগিয়ে যায়। সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে গেলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আর্শীবাদ দ্বারা পুরস্কৃত হয়। কুরআনের গবেষণা এ ধরনের

www.pathagar.com

যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের দ্বারাই সম্ভব। তাছাড়া প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজ নিজ যোগ্যতা ও পরিশ্রম অনুযায়ী কুরআন মাজীদ থেকে ফায়েজ লাভ করতে পারেন। এ কাজের জন্য সাধারণ আগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে মহানবী (স) ইরশাদ করেছেন–

خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ ـ

"তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে নিজে কুরআন মাজীদ শিখে এবং অপরকে তা শেখায়।" (বুখারী)

আর কুরআনে হাকীম তো সাধারণভাবে হেদায়াত পেশ করে বলেছে :

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ ـ

"এরূপ কেন হয় না যে, তাদের অধিবাসীদের প্রত্যেক অংশ থেকে কিছু লোক বের হয়ে আসতো এবং দ্বীনের উপলব্ধি লাভ করতো।" (তাওবা : ১২২)

এই تفقه فى الدين অর্থাৎ দ্বীনের উপলব্ধি কুরআন গবেষণার সেই ফল, মহানবী (স) বাছাই করা সাহাবীদের জন্য, যে ফল লাভের দোয়া করেছিলেন এবং যাঁদের সম্পর্কে শর্ত আরোপ করে বলেছেন–

خِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا ـ

"তোমাদের মধ্যে জাহেলী যুগে যারা শ্রেষ্ঠ ছিল ইসলামেও তারা শ্রেষ্ঠ, যদি তারা দ্বীনের উপলব্ধি হাসিল করে থাকে।"

---

(১) যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর জন্য মহানবী (স) দোয়া করেছেন এভাবে – اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ "আল্লাহ তাকে দ্বীনের উপলব্ধি দান করুন।"

www.pathagar.com

নির্দেশ ও প্রতিষ্ঠা

মুসলমানদের প্রতি কুরআন মাজীদের চতুর্থ দাবি হচ্ছে, তারা এর নির্দেশ মোতাবেক আমল করবে। আর এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, ঈমান আনা, পাঠ করা ও উপলব্ধি বা অনুধাবন সবই আসলে আমল করার জন্যই প্রয়োজন। কারণ কুরআন মাজীদ কোনো যাদু টোনা বা তন্ত্রমন্ত্রের বই নয়, যা পড়ে ফুঁ দিলেই বিপদ মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে। এটা কেবল বরকত হাসিলের জন্যও অবতীর্ণ হয়নি যে, এর তিলাওয়াত দ্বারা সাওয়াব হাসিল করলেই যথেষ্ট হবে অথবা এর দ্বারা মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা লাঘব করা যাবে। কুরআন মাজীদ এমন কোনো বিষয়ও নয় যে, শুধুমাত্র চিন্তাভাবনার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে স্থির করে নিয়ে স্মরণশক্তি পরীক্ষা করার উপায় এবং কল্পনাবিলাসী মানব মনের বিচরণক্ষেত্র হিসেবে নির্ধারণ করে নেবে।

বরং কুরআন মাজীদ হলো هُدًى لِّلنَّاسِ "মানবজাতির জন্য হেদায়াত"। এর অবতীর্ণের উদ্দেশ্য কেবল এভাবেই পূরণ হতে পারে যে, মানুষ একে জীবনের দিকদর্শন হিসেবে গ্রহণ করে বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবে। কারণ, কুরআন মাজীদ নিজে এবং যাঁর ওপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তিনি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন, কুরআনের ওপর আমল না করলে শুধুমাত্র তিলাওয়াত ও চিন্তা গবেষণার দ্বারা উপকৃত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। এতে ঈমানও হেফাযতে থাকে না। কুরআনের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হচ্ছে এই–

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ -

"যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে না, তারাই কাফের।" (আল মায়েদা : ৪৪)

মহানবী (স) আরও পরিষ্কার করে বলেছেন –

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ -

"তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তার প্রবৃত্তি আমি যা নিয়ে এসেছি তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য করবে।" তিনি আরও বলেছেন,

مَا اٰمَنَ بِالْقُرْاٰنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهٗ -

www.pathagar.com

"কুরআন যা কিছু হারাম করেছে তাকে যে হালাল মনে করে সে কুরআনের প্রতি ঈমানই রাখে না।" (তিরমিযী)

এমন সব ব্যক্তির কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, যে এখনো পর্যন্ত সত্যের সন্ধানে সচেষ্ট রয়েছে, কুরআন পাঠ ও অনুশীলন করে এখনো তার মনের বৈপরীত্য কাটেনি বা সত্য সম্পর্কে ফয়সালা করতে পারেনি। কিন্তু যে ব্যক্তি কুরআনকে কিতাবে ইলাহী হিসেবে মেনে নেয়, তার জন্য কুরআন থেকে উপকৃত হওয়ার অপরিহার্য শর্ত হলো, সে কার্যকরভাবে নিজের জীবনের গতি কুরআনের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে এর দাবি পূরণ করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে পাঠ করবে। যদিও এ কাজের জন্য নানা রকম জটিলতা, ত্যাগ-তীতিক্ষা ও কুরবানীর সম্মুখীন হতে হয। প্রকৃতপক্ষে কুরআনের পরিপূর্ণ হেদায়াত কেবলমাত্র সেসব লোকের ওপর বিকশিত হয়ে থাকে, যারা নিজেকে কুরআনের প্রতি সোপর্দ করার মানসিকতা নিয়ে তা অধ্যয়ন করে।

এই দৃঢ় সংকল্পের পর দীর্ঘ দিনের সাধনা এবং কঠিন পরিশ্রমের ফলেই মানব মনে সেই আত্মনিবেদন ও আনুগত্যের অবস্থা সৃষ্টি হয়, যা মহানবী (স)-এর ঘোষণায় ব্যক্ত হয়েছে–

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ -

"তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তার প্রবৃত্তি আমি যা নিয়ে এসেছি তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য করবে।"

মানুষের মধ্যে এ অবস্থার সৃষ্টি হলে কুরআনের হেদায়াত লাভের সূত্রপাত ঘটে। তারপর কিতাবের সাথে যতই সম্পর্ক গভীর হতে থাকবে ততই আল্লাহর নিকট থেকে হেদায়াতের মাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে :

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَاٰتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ -

"আর যারা হেদায়াত লাভ করেছে আল্লাহ তাদেরকে আরও বেশি হেদায়াত দেন এবং তাদেরকে তাদের অংশের তাকওয়া দান করেন।" (মুহাম্মাদ : ১৭)

মানুষ কুরআনের পথ অনুসরণ করে চলার বাস্তব চেষ্টা শুরু করলে সিরাতুল মুস্তাকীম বা নির্ভরযোগ্য পথে যাত্রা শুরু হবে এবং ক্রমে ক্রমে হেদায়াতের পথে উন্নতি লাভ করতে থাকবে। তা না হলে তিলাওয়াতের দ্বারা শুধুমাত্র সময় নষ্ট করাই হবে না, হয়তো বা এটা তার জন্য অভিসম্পাতেরও কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যেমন– ইমাম গাযযালী (র) তাঁর "ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন" গ্রন্থে উল্লেখ

www.pathagar.com

করেছেন, কুরআনের বহু পাঠক এমন যে, তারা অভিসম্পাত ছাড়া কিছুই লাভ করে না। কারণ যখন সে পড়ে, وَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ -

"মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত" এই অভিসম্পাত তার নিজের ওপরই করা হলো।

এমনিভাবে একজন কারী যখন তিলাওয়াত করে,

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ -

"যদি এরূপ না করে (সূদ নেয়া বন্ধ না কর) তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হও।" (আল বাকারা : ২৭৯)

যদি সে নিজেই আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচারণ করে, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যুদ্ধ ঘোষণার লক্ষ্য সে নিজেই হলো। এমনিভাবে ওজন ও মাপে কম করা, চোরাকারবারী বা পরচর্চাকারী যখন তিলাওয়াত করে,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ -

"যারা মাপে কম দেয় তাদের জন্য ধ্বংস।" অথবা যখন পড়ে।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ -

"ধ্বংস এমন প্রতিটি লোকের জন্য, যে সামনাসামনি ধিক্কার দেয় ও পেছনে নিন্দা করে বেড়ায়।" তখন এই বেদনাদায়ক সংবাদের লক্ষ্য সে নিজেই হয়ে দাঁড়ায়। এর উপর ভিত্তি করে এখন অনুমান করুন যে, আমল ব্যতীত শুধুমাত্র তিলাওয়াত দ্বারা প্রকৃতপক্ষে মানুষের কতটুকু উপকার হয়ে থাকে।

এখন বাকি থাকল সেসব লোকের কথা, যারা কুরআনে হাকীমের চিন্তা-গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, রচনা ও প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত; অথচ নিজেরা এর দাবিপূরণে সচেষ্ট নয়। তাদের অবস্থাতো আরও কঠিন। তাদের এই কাজ কুরআনের সাথে ঠাট্টা-মসকরা করার পর্যায়ে পড়ে যায়। ফলে নিজেরা কুরআন থেকে হেদায়াতপ্রাপ্তি তো দূরের কথা; বরং গোমরাহী লাভ করে থাকে।

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا -

"আল্লাহ তায়ালা এর দ্বারা অনেককে গোমরাহ করেন আবার অনেককে হেদায়াত দিয়ে থাকেন।" (আল বাকারা : ২৬)

তাদের এ ধরনের কাজ সৃষ্টিজগতের জন্য নানা রকম ফেতনা, নিত্য নতুন গোমরাহী ও বিভ্রান্তির কারণ হয়ে থাকে। কারণ তাদের সমস্ত কুরআনী চিন্তা কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতের সাক্ষ্যরূপে পরিগণিত হয়–

www.pathagar.com

فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهِ ـ

"তারা ফেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সবসময়ই "মুতাশাবেহাত" এর পেছনে লেগে থাকে এবং এর অর্থ বের করার চেষ্টা করে।" (আলে ইমরান : ৭)

এ জন্যই সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁরা কুরআন গবেষণায় বিশেষ আগ্রহী ছিলেন তাঁরা এক একটি সূরার গবেষণা, চিন্তা-ভাবনা ও উপলব্ধির কাজে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিতেন। তাঁদের এই দীর্ঘ সময় ধরে গবেষণার আসল কারণ ছিল তাঁরা কুরআনের শিক্ষা লাভ করার সাথে সাথে এর ওপর পুরাপুরি আমল করারও চেষ্টা করতেন। ঐ সময় পর্যন্ত তাঁরা সামনে আগাতেন না, যতক্ষণ তাদের এই আত্মবিশ্বাস জন্মাতো যে, যতটুকু তারা শিখেছেন ততটুকুর ওপর আমল করার যোগ্যতাও তাদের হাসিল হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় যে, সাহাবায়ে কেরাম কুরআনের কোনো সূরা বা কোনো একটি অংশ "হিফয' করার মতলব শুধু এতটুকু বুঝতেন না যে, তা কেবল মুখস্থ করে নিলেই চলবে। বরং তাঁরা বুঝতেন যে, মুখস্থ করার সাথে সাথে তার পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধিও হতে হবে এবং মহান আল্লাহর কাছ থেকে তার ওপর আমল করার তাওফীকও প্রাপ্ত হবেন। এমনিভাবে কুরআন মাজীদ তাদের চিন্তা ও কর্মের সহায়করূপে বিবেচিত হয়েছিল।

মনে হয়, হিফযুল কুরআনের অর্থ তাঁদের নিকট এটাই ছিল যে, কুরআনের হুকুম তাঁদের ব্যক্তিত্বে প্রতিফলিত হওয়া এবং এর হেদায়াতের নূর শিরায় শিরায় বিস্তৃত হয়ে যাওয়া। ফলশ্রুতিতে এর শব্দমালা তাঁদের স্মৃতি শক্তিতে, এর শিক্ষা তাঁদের চরিত্রে, অভ্যাস, দৃষ্টি ও কাজের মধ্যে সংরক্ষিত হয়ে গিয়েছিল। মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী তাঁর "মাবাদিয়ে তাদাব্বুরে কুরআন" গ্রন্থে 'আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন–

وَقَدْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّلَمِىْ حَدَّثَنَا الَّذِيْنَ كَانُوْا يَقْرَأُوْنَ الْقُرْاٰنَ كَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) وَغَيْرُهُمَا اَنَّهُمْ اِذَا كَانُوْا تَعَلَّمُوْا مِنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ اٰيَاتٍ يَتَجَاوَزُوْهَا حَتّٰى يَعْلَمُوْا مَا فِيْهَا مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ ـ قَالُوْا فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْاٰنَ وَالْعَمَلَ جَمِيْعًا وَلِهٰذَا كَانُوْا يَبْقُوْنَ مُدَّةً فِىْ حِفْظِ السُّوْرَةِ ـ

www.pathagar.com

"আবু আবদুর রহমান আসসালমী (রা) বলেছেন, আমাকে সেসব লোক বর্ণনা করেছেন যাঁরা কুরআন পড়তেন এবং পড়াতেন। যেমন, হযরত ওসমান (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) প্রমুখ। তাদের নিয়ম ছিল যে, যদি মহানবী (স)-এর কাছ থেকে দশ আয়াতও শিখে নিতেন, ঐ আয়াতসমূহের সকল ইলম ও আমল নিজের মধ্যে বাস্তবায়িত করার আগে সামনে অগ্রসর হতেন না। তাঁরা বলেছেন, আমরা কুরআনের ইলম ও আমল একসাথে হাসিল করেছি। এ কারণে তারা এক একটি সূরা হিফয করার কাজে এক বছর পর্যন্ত সময় লাগিয়ে দিতেন। এ ধরনের আমলের সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপূর্ণ বর্ণনা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) এর উক্তির মধ্যে রয়েছে। মহানবী (স)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন–

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنَ -

"তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কুরআনের শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ রূপ, তিনি যেন কুরআনেরই বাস্তব দেহ।"

সোজা কথায় কুরআন মাজীদ থেকে ফায়দা লাভের সঠিক উপায় হলো কেবল এর যতটুকু জ্ঞান ও উপলব্ধি মানুষ হাসিল করবে ততটুকু সে তার কাজকর্ম, আচার-আচরণ ও চিন্তাভাবনায় প্রস্ফুটিত করে তুলবে। এমনি করেই কুরআন মাজীদ তাঁর জীবনের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে বিস্তৃতি লাভ করবে। অন্যথায় মহানবী (স)-এর ঘোষণা অনুযায়ী–

اَلْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَّكَ اَوْ عَلَيْكَ -

"কুরআন হয়তো তোমাদের পক্ষে অথবা তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে।" এতে বুঝা যায় যে, কুরআনের শিক্ষা ও উপলব্ধি উল্টা মানুষের বিপক্ষে সাক্ষী এবং তার পাপের শাস্তি বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

আমল বিল কুরআনের দু'টি দিক রয়েছে–

ক. ব্যক্তিগত দিক। খ. সমষ্টিগত দিক।

কুরআন মাজীদের এমন সব হুকুম যা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোর ওপর আমল করার ইখতিয়ার তার তখনই হাসিল হয় এবং সেসব আমল করার জন্য মানুষ তখনই যত্নশীল হয় যখন সে তা শিখে বা জানতে পারে। ঐগুলো সম্পর্কে গড়িমসি বা অলসতা করার বৈধ কোনো পথ তখন তার জন্য আর খোলা থাকে না। কুরআনী আহকামের অনুসরণ ও

www.pathagar.com

আনুগত্যের ব্যাপারে অলসতা ও অমনোযোগিতা বড় রকমের অপরাধ। যার সবচেয়ে বড় শাস্তি অপদস্ত হওয়া, যা শক্তি সামর্থ্য বিলীন হওয়ার মাধ্যমে মানুষ পেয়ে থাকে। যে পর্যন্ত না কথা ও কাজ, ইলম ও আমলের পার্থক্য দূরীভূত হয় এবং لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ "তোমরা যা বল তা করোনা কেন" এই অবস্থা বিদ্যমান থাকে।

এই অবস্থা শেষ পর্যন্ত কপটতায় পর্যবসিত হয়। এ সত্যই মহানবী (স)-এর নিম্নোক্ত বাণীতে প্রকাশিত হয়েছে–

اَكْثَرُ مُنَافِقِىْ اُمَّتِىْ قُرَّاءُهَا -

"আমার উম্মতের মধ্যে মুনাফিকের সবচেয়ে বেশি সংখ্যা হচ্ছে কারীদের মধ্য থেকে।" (মুসনাদে আহমদ)

প্রকাশ থাকে যে, এখানে "কুররা" অর্থে শুধু কারী নয়; বরং সেসব আলেমও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যারা কুরআন পঠন-পাঠনের কাজে নিয়োজিত, কিন্তু নিজেরা এর ওপর আমল করে না। সুতরাং শান্তির পথ কেবল একটাই রয়েছে, আর তা হলো কুরআনের যতটুকু ইলম মানুষ হাসিল করবে তার ওপর সে সাথে সাথেই সাধ্যানুসারে আমল শুরু করবে।

দ্বিতীয় ধরনের আহকামের মধ্যে রয়েছে এমনসব সম্মিলিত প্রয়াস, যেগুলো কোনো একজন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে আদায় করা সম্ভব নয়। এসব বিষয় সম্পর্কে কোনো ব্যক্তি এককভাবে জিজ্ঞাসিতও হবে না। অবশ্য প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সাধ্যানুসারে অবস্থার পরিবর্তন করে একটি সামগ্রিক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধানা করার জন্য দায়িত্বশীল। যেন কুরআন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং এর সকল হুকুম পরিপূর্ণভাবে কার্যকরী করা যায়। ব্যক্তির এই চেষ্টা সাধনা

مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ -

"তোমাদের প্রতি পালকের নিকট অপরাগতা প্রকাশের উপায়" হিসেবে কুরআনের আহকাম বাস্তবায়নে সম্মিলিত প্রয়াসের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু মানুষ যদি এতটুকু চেষ্টা-সাধনাও না করে এবং নির্বিঘ্ন চিত্তে নিজের জীবনের স্থায়িত্ব ও সন্তানসন্ততির লালন-পালনের কাজে ব্যস্ত থাকে তবে এমন অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে যে, ব্যক্তিগত আমলও তখন কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের লক্ষ্যস্থল হিসেবে পরিগণিত হবে :

www.pathagar.com

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ -

"তোমরা কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ইমান এনেছ এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করছ?" (আল বাকারা : ৮৫)

এই বাক্যের পর কুরআন মাজীদ যে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছে তা পাঠ করলে প্রতিটি বিবেকবান লোকের অন্তর অবশ্যই কেঁপে ওঠে। অথচ আমরা এরূপ দ্বৈত চরিত্রের অধিকারী হয়েও ঐ সতর্কবাণীর এক বাস্তব নমুনা হিসেবে পরিগণিত হয়ে আছি।

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا - وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ -

"তোমাদের মধ্যে যে কেউ এই পন্থা অবলম্বন করবে তাদের শাস্তি এছাড়া আর কী হতে পারে যে, দুনিয়াতে তাকে লাঞ্ছিত এবং আখিরাতে তাকে কঠোর শাস্তির মধ্যে নিপতিত করা হবে।"[১]

যেভাবে কুরআন উপলব্ধি করার বিস্তৃত পরিভাষা হচ্ছে "তাযাক্কুর" তেমনিভাবে কুরআনের ওপর আমল করার পূর্ণাঙ্গ ও বহুল ব্যবহৃত পরিভাষা হলো 'হুকুম'।

حُكْمُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ -

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার নির্দেশ দেয়া, তদনুযায়ী বিচার ফায়সালা করা' হুকুম বা নির্দেশের ব্যাপারে আল কুরআনের মূলনীতি হলো :

১. সুতরাং দুনিয়াতে যতটুকু লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার কথা রয়েছে তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ মুসলিম জাতি পেশ করে আসছে। আর পরকালের শাস্তি লাভের দাবিদার হওয়ার ব্যাপারেও আমরা কোনো কসূর করছি না, আল্লাহ তায়ালা যদি মেহেরবানী করেন তো অন্য কথা–

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

'এখন আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারাতো আপনারই বান্দাহ, আর যদি মাফ করে দেন, তবে আপনি তো সর্বজয়ী ও জ্ঞানী বুদ্ধিমান। (আল মায়েদা : ১১৮)

মহানবী (স) এর ঐ হাদীসটি কতইনা সত্যরূপে প্রমাণিত হয় আমাদের ওপর–

اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهٖ اٰخَرِيْنَ -

"এই কিতাব দ্বারা আল্লাহ তায়ালা অনেক জাতিকে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেন এবং অন্যদেরকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করেন।" (মুসলিম)

www.pathagar.com

وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہوکر
اور ہم خوار ہوئے تارک قران ہوکر

"সেই কালে মুসলমান হয়ে হতো সম্মানিত,
এখন আমরা কুরআন ছেড়ে হয়েছি লাঞ্ছিত।

হুকুম দেয়ার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আরও কারও নেই।"

(সূরা ইউসুফ/আল-আনআম)

আবার কুরআন মাজীদকেই হুকুম বলে আখ্যায়িত করেছেন :

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ـ

"আরবী ভাষায় একে আমরা হুকুম বা নির্দেশ হিসেবে অবতীর্ণ করেছি।"

(রাদ : ৩৭)

আর মহানবী (স)-এর মিশন সম্পর্কে বলা হয়েছে :

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهُ ـ

"হে নবী! আমি এই কিতাব পূর্ণ সত্যতার সাথে আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যেন আল্লাহ আপনাকে যে সত্য পথ দেখিয়েছেন সে অনুসারে লোকদের মধ্যে বিচার ফয়সালা করতে পারেন।" (আন নিসা : ১০৫)

সূরা আল মায়েদাতে তো স্পষ্ট করেই বলে দেয়া হয়েছে, যারা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী হুকুম করে না, বিচার ফয়সালা করে না তারা কাফির, জালিম এবং ফাসিক। (আয়াত ঃ ৪৪, ৪৫, ৪৬ ও ৪৭)

হুকুম শব্দের অর্থ এক কথায় প্রকাশ করতে চাইলে "ফয়সালা" শব্দটিই যথার্থ হবে। কিন্তু এর গূঢ়তত্ত্ব জানতে হলে এ কথা সামনে থাকা অপরিহার্য যে, মানুষের মধ্যে প্রকৃত মুল্যবান বস্তু রয়েছে দুটি–

এক : বুদ্ধিবৃত্তি বা চিন্তা ভাবনার শক্তি

দুই : এর ওপর আমল করার প্রবৃত্তি।

"হুকুম" শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। এই শব্দ একই সাথে উক্ত দু'টি বিষয়ের পূর্ণতা প্রকাশ করে। বিশেষ করে এ দুটি বিষয়ের যোগসূত্র, সম্পর্ক ও প্রকৃত মিলনকেন্দ্র কোথায় তাও প্রকাশ করে থাকে।

www.pathagar.com

কোনো খেয়াল বা সিদ্ধান্ত যখন মানব মনে এমনভাবে চেপে বসে এবং তার ফায়সালা অর্থাৎ হুকুম মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন তার ওপর আমল করার কৌশল আপনা আপনিই আয়ত্তে এসে যায়। এ সত্যটা পরিষ্কারভাবে বুঝানোর জন্যই কুরআনে হাকীম কুরআনের নির্দেশের ওপর আমলের জন্য حُكْم بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ এই পরিভাষা ব্যবহার করেছে। যেন এ কথাটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুরআন মাজীদের ওপর আমল করা প্রকৃতপক্ষে তখনই সম্ভব হবে, যখন মানুষের চিন্তাধারা কুরআনের অনুগত হয়ে যায়, কুরআনে বর্ণিত প্রকৃত শিক্ষা মানুষের মন মগজে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে।

আসমানী কিতাবসমূহের ওপর আমল করার জন্য কুরআন মাজীদ দ্বিতীয় পরিভাষা হিসেবে "ইকামত" শব্দটি ব্যবহার করেছে। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرٰةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ۔

"হায়, কতইনা ভালো হতো যদি তারা তওরাত, ইঞ্জিল এবং খোদার তরফ থেকে তাদের প্রতি নাযিলকৃত অনান্য কিতাবসমূহকে কায়েম করতো, তাহলে আসমান-যমীন হতে তাদের রেযেক প্রদান করা হতো।" (আল মায়েদা : ৬৬)

সাথে সাথে এ ফায়সালাও শুনিয়ে দিলেন যে,

قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۔

"স্পষ্ট ভাষায় বলে দিন যে, হে আহলি কিতাব! তোমরা কোনোক্রমেই কোনো মৌলিক জিনিসের ওপর দণ্ডায়মান নও, যতক্ষণ পর্যন্ত তাওরাত, ইঞ্জিল এবং খোদার তরফ থেকে তোমাদের প্রতি নাযিলকৃত অন্যান্য কিতাব কায়েম না করবে।" (আল মায়েদা : ৬৮)

ব্যক্তির চিন্তা ও আমলের সাথে حُكْم بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ এর সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি। আর إِقَامَة مَا أَنْزَلَ مِنَ اللّٰهِ এর অর্থ বিশেষভাবে সেই ইনসাফ পূর্ণ নীতিমালারই সম্মিলিত বাস্তবায়ন-যা কোনো একটি সমাজের সদস্য

www.pathagar.com

এবং কোনো জনপদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমতা, আইনের শাসন ও ইনসাফ কায়েমের জন্য অপরিহার্য। যেখানে তালিকাভুক্ত হওয়ার পর কারও প্রতি অন্যায়, অত্যাচার শত্রুতা, বিদ্রোহ ও আইন অমান্য ব রার কোনো সুযোগ থাকে না। সেখানে রাজনৈতিক দলন ও অর্থনৈতিক শোষণের সকল দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণেই সূরা আল মায়েদার ৬৬ নং আয়াতে যা একুট আগেই উল্লেখ করা হয়েছে اِقَامَة مَا اَنْزَلَ مِنَ اللّٰهِ এর ফলস্বরূপ সকলের জন্য সাধারণ সুখ, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বিশেষভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

এই সমতা ও ইনসাফপূর্ণ শাসন প্রতিষ্ঠার কথা অত্যন্ত সংক্ষেপে অথচ পূর্ণাঙ্গভাবে সুরা আল হাদীদের নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ـ

“আমি রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি ও হেদায়াতসহ পাঠিয়েছি এবং সেই সঙ্গে কিতাব ও মানদণ্ড নাযিল করেছি, যেন লোকেরা ইনসাফ ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।” (আয়াত : ২৫)

কিন্তু সূরা শূরাতে এর বর্ণনা এতো বিস্তৃতভাবে হয়েছে যে, এর দ্বারা আমলের আদেশ, দ্বীনের প্রতিষ্ঠা, কিতাবের প্রতি ঈমান এবং পূর্ণাঙ্গ ইনসাফের শাসন প্রতিষ্ঠার পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এই সূরার দ্বিতীয় রুকুতে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বর্ণনার মাধ্যমে এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে সেই মূলনীতিই বর্ণনা করা হয়েছে, যা একুট আগে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ হুকুম দেয়ার অধিকার কেবল মাত্র আল্লাহরই আছে। দশম আয়াতে বলা হয়েছে –

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗ اِلَى اللّٰهِ ـ

“কোনো বিষয় যদি তোমাদের মধ্যে মত পার্থক্য হয়, তবে ফয়সালা করার হক কেবলমাত্র আল্লাহরই রয়েছে।

পুনরায় তেরো নং আয়াতে “আল্লাহর আদেশ’ দ্বীন ও শরীয়ত রূপে ছাঁচে ঢালার কথা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে–

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَالَّذِيْنَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ اِبْرَاهِيْمَ وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ـ

www.pathagar.com

"তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার হুকুম তিনি নূহকে দিয়েছেন। আর যা (হে মুহাম্মদ) এখন আপনার প্রতি আমি অহীর সাহায্যে পাঠিয়েছি। যার আদেশ ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে দিয়েছিলাম এই তাকীদ সহকারে যে, কায়েম করো এই দ্বীনকে এবং এতে অনৈক্য সৃষ্টি করোনা। আবার সতেরো নং আয়াতে মহানবী (স)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে:

اَللّٰهُ الَّذِىْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ـ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ـ

"তিনি আল্লাহ, যিনি পরম সত্যতা সহকারে এই কিতাব ও ইনসাফের মানদণ্ড নাজিল করেছেন। আপনি কি জানেন! সম্ভবতঃ ফয়সালার সময়টা অতি নিকটেই এসে পৌঁছেছে।"

সূরা হাদীদ-এর উল্লিখিত আয়াতসমূহের মতো সূরা শূরার এই আয়াতেও কিতাবের সাথে মিযান শব্দটিও অবতীর্ণ হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (র) যথার্থই বলেছেন :

"আল্লাহ তায়ালা মানদণ্ড অবতীর্ণ করেছেন, যদ্বারা দেহের পরিমাপ করা যায়। জ্ঞানের পরিমাপ 'আকলে সলীম' অর্থাৎ সুস্থ বিবেক বুদ্ধি এবং চরিত্র পরিমাপক ন্যায় ও ইনসাফ নামে অভিহিত হয়। সবচেয়ে বড় মানদণ্ড বা পরিমাপক হলো, 'দীনে হক' যা স্রষ্টা ও সৃষ্টির অধিকারসমূহের যথাযথ সামঞ্জস্য বিধান করে। যাতে প্রতিটি বিষয়ের সঠিক পরিমাপ হয় কমও নয়, বেশিও নয়।"

কুরআন মাজীদ بَغْيًا بَيْنَهُمْ অর্থাৎ তাদের পারস্পরিক সীমালঙঘনকে মতবিরোধ ও মতপার্থক্যের কারণ বলে অভিহিত করেছে। অতএব সূরা শূরার এই দ্বিতীয় রুকুতেও وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ অর্থাৎ তোমরা এতে মতপার্থক্য করো না বলে গুরুত্ব আরোপের পর ১৪ নং আয়াতে বিভেদ ও মতপার্থক্যের কারণ বর্ণিত হয়েছে–

وَمَا تَفَرَّقُوْا اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ـ

"লোকদের নিকট ইলম এসে পৌঁছাবার পরও তারা মতভেদ করছে পারস্পরিক বিভেদের কারণে।" দ্বীনে হক, আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব এবং পরিমাপ যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হলো সীমালঙ্ঘন ও অবাধ্যতার সকল পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া। তখন আর প্রভাবশালী বা পুরোহিতদের জন্য–

اَرْبَابٌ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ـ

www.pathagar.com

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া বহু খোদা হিসেবে ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার সুযোগ থাকে না। অর্থ-সম্পদ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ সম্পদশালীদের মধ্যে আবর্তিত হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয় না। রাজনৈতিক শাসন শোষণেরও সুযোগ থাকে না; বরং সকল মানুষ একে অপরের ভাই হয়ে যায়। তাদের নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব এমন হয় যে, প্রতিটি দুর্বল লোককে শক্তিশালী মনে করে, যতক্ষণ না তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিটি শক্তিধর পরাক্রমশালী লোককে দুর্বল মনে করে, যে পর্যন্ত না তাদের নিকট থেকে মজলুমের অধিকার আদায় করা হয়।

اِقَامَةُ مَا اَنْزَلَ مِنَ اللّٰهِ আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা কিতাবে ইলাহীর প্রতি যাদের ঈমান আছে তাদের ওপর ফরজ। এ ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে সবাই দায়িত্বশীল। এ জন্য জবাবদিহী করার চিন্তা সকলেরই থাকা উচিত।

সূরা শূরায় এ প্রসঙ্গে আলোচনা শেষ করার আগে সাবধান করা হয়েছে যে, কিয়ামত খুবই নিকটে। 'কিতাব ও মিযান"-এর হক আদায় করার চিন্তা যেন তাড়াতাড়ি করা হয়। এমন অবস্থা যেন না হয় যে, লোকের খেলাধুলা ও আলস্যের মধ্যে বিভোর হয়ে থাকবে, এদিকে শেষ বিচারের ঘণ্টা ধ্বনি হঠাৎ করে বেজে উঠেছে। আল্লাহর কিতাব ও মিযান-এর হক কেবল আদায় হতে পারে لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ অর্থাৎ 'লোকেরা যেন ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে' এবং وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ 'তোমাদের মধ্যে ইনসাফ কায়েমের জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি' এর মর্মানুযায়ী পূর্ণাঙ্গ ইনসাফপূর্ণ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা যা আমাদের জন্য দীন ও শরীয়তরূপে প্রদান করেছেন।

প্রশ্ন হতে পারে। কিতাবে ইলাহীর এই হক আদায় করার জন্য কী ধরনের কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া যাবে? যদিও বিষয়টি বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা সত্ত্বেও এই ইঙ্গিত প্রদান করা জরুরি যে, ইকামতে দ্বীন এবং কুরআনী ইনসাফপূর্ণ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা-সাধানা দুনিয়ার অন্য কোনো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন থেকে গ্রহণ করা শুধু ক্ষতিকরই নয়, চরম বিপজ্জনকও বটে।

কোনো ব্যক্তির মধ্যে ইসলামের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধনের একমাত্র উপায় হলো প্রথমে তার মনমগজে কুরআন মাজীদ প্রবেশ করানো, যেন তার

www.pathagar.com

চিন্তাভাবনা ও ধ্যান-ধারণা সবকিছুই কুরআনের অনুগত হয়ে যায়। এতে করে তার কাজকর্মও আপনা আপনি কুরআনের অনুগত হয়ে যাবে। কোনো সমাজে ইসলামী বিপ্লব কেবল তখনই সংঘটিত হতে পারে, যখন সেই সমাজের বুদ্ধিদীপ্ত, চিন্তাশীল লোকদের মন-মগজে কুরআনের আলো বিচ্ছুরিত হবে, তাদের চিন্তা ও দর্শনে কুরআনী বিপ্লব দৃঢ় আসন গেড়ে বসবে। কোনো সমাজবদ্ধ জনগোষ্ঠীর শিক্ষিত ও চিন্তাশীল অংশের মধ্যে ঈমানের আলো এবং দীনের ঔজ্জ্বল্য ব্যাপ্তি লাভ করলে তা অপরাপর অংশেও অবশ্যই বিস্তৃতি লাভ করবে। এসব অংশ সমাজ দেহেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপে মর্যাদা লাভ করে থাকে। এভাবেই ক্রমে ক্রমে পুরো সমাজে ঈমানের আরো উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এবং দ্বীন তার সমগ্র নীতিমালাসহ বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া ইকামতে দ্বীনের বিকল্প কোনো পন্থা নেই।

কোনো মুসলিম সমাজে ইসলামের উত্তরাধিকারী সম্পর্কের অনুপাতে আবেগ প্রজ্বলিত করে কোনো রাজনৈতিক বিপ্লব সাধন করে কুরআনের শাসন কায়েম করার চিন্তা,

إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ -

অর্থাৎ, মাকড়সার ঘরের মতো ক্ষণস্থায়ী কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। আসল কথা হলো, কুরআন মাজীদের ওপর আমল অর্থাৎ, إِقَامَةُ مَا أَنْزَلَ مِنَ اللّٰهِ এবং حُكْمٌ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ প্রতিটি মুসলমান ব্যক্তি এবং সমষ্টি হিসেবে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ওপর অবশ্য কর্তব্য। এই হক আদায়ের জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তি হিসেবে একাকী এবং সমস্ত উম্মতকে সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করতে হবে।

www.pathagar.com

প্রকাশ ও প্রচার

বিশ্বাস, পাঠ্য, উপলব্ধি এবং আমল করা ছাড়াও কুরআন মাজীদ প্রতিটি মুসলমানের নিকট তার শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী আরেকটি হক আদায়ের দাবী রাখে। তা হলো লোকদের নিকট এর দাওয়াত পৌছানো। পৌছানো কথাটা বুঝানোর জন্য কুরআনে হাকীমের আসল ও পূর্ণাঙ্গ পরিভাষা হলো 'তাবলীগ'। এই তাবলীগের অনেক দিক, পর্যায় ও স্তর রয়েছে। কুরআনের পঠন-পাঠন ও প্রকাশনা তাবলীগেরই একটা উচ্চ স্তরের শাখা। কুরআনে হাকীম নিজেই নিজের অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এভাবে ব্যক্ত করেছে :

هٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ -

"এই কুরআন লোকদের নিকট পৌছানোর জন্য, যেন এর দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা যায়।" (আল আনআম)

মহানবী (স)-এর ওপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রাথমিক উদ্দেশ্য এভাবেও ব্যক্ত করা হয়েছে–

وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ -

"আর এই কুরআন আমার নিকট ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে, যেন আমি তোমাদেরকে এবং যার যার নিকট এটি পৌছবে সকলকে সতর্ক ও সাবধান করে দেই।" (আল আনআম : ৯৯)

সাথে সাথে এ কথাও সন্দেহাতীত ভাষায় স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এই কুরআনের কোথাও কোনো কম বেশি না করে হুবহু প্রচার করা মহানবী (স)-এর এমনি দায়িত্ব ছিল যে, সামান্যতম অসতকর্তাও নবুয়াত এবং রিসালাতের দায়িত্বের মধ্যে গুরুতর অপরাধ বলে বিবেচিত হতো। সুতরাং সূরায়ে মায়েদায় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নির্দেশ করা হয়েছে –

يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ -

www.pathagar.com

"হে রাসূল! আপনার খোদার তরফ হতে আপনার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা লোকদের নিকট পৌঁছে দিন। আপনি যদি এর কাজ না করেন, তবে ওটা পৌঁছে দেয়ার হকই আপনি আদায় করলেন না।" (আল মায়েদা : ৬৭)

নবুয়তের শুরু থেকে দুনিয়ার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ক্রমাগত ২৩টি বছর মহানবী (স) এই গুরু দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও কঠিন বিপদের মোকাবিলা করেছেন। এ সময়ে তাঁর দাওয়াতের কাজ যদিও অনেক চড়াই উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে চলেছে, যাতে তাঁর কর্ম-ব্যস্ততা বিভিন্ন দিকে দেখা যায়। কিন্তু অন্য দিক থেকে দেখলে মনে হবে যে, এই পুরো সময়ের মধ্যে তাঁর চেষ্টা সাধনার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল কুরআন মাজীদ। কুরআনের তিলাওয়াত, তাবলীগ, শিক্ষা ও প্রচারের মধ্যেই তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যাপৃত ছিলেন। সুতরাং কুরআন মাজীদের চার জায়গায় মহানবী (স)-এর দাওয়াত ও তাবলীগের পন্থা, সংস্কার ও বিপ্লবের পদ্ধতি স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে :

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ -

"যিনি তাদেরকে তাঁর (আল্লাহর) আয়াতসমূহ শুনান, তাদের জীবন পরিশুদ্ধ ও সুগঠিত করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন।" (আল জুমুআ)

উল্লেখ্য যে, এ আয়াতের মর্ম একুট আগেই ইসলামী পিল্পবের বিশেষ পদ্ধতির আলোচনায় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যাহোক, এভাবে ক্রমাগত ২৩ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে মহানবী (স) কুরআন মাজীদের তাবলীগের হক আদায় করেছেন। আল্লাহ তাআলার আমানত তাঁর বান্দাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আমানতে ইলাহীর দায়িত্ব পালনের এ পর্যায়ে মহানবী (স) স্বীয় অনুসারীদেরকেও[১] এ গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিলেন :

بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً -

"আমার কাছ থেকে একটি আয়াত হলেও অন্যের কাছে পৌঁছে দাও"।

---

১. এই পবিত্রাত্মাদের মধ্যে হযরত মুসআব বিন উমাইর (র) শীর্ষ স্থানে পৌঁছে ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় কুরআনের শিক্ষা ও তাবলীগের মাধ্যমে মদীনায় বিপ্লব সংঘটিত হয়ে ঐ এলাকা হিজরতের জায়গা হিসেবে মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মুসলমানকে তাঁর অনুসরণ করার তাওফিক দিন।

www.pathagar.com

স্বীয় মিশন সফল হওয়ার পর মহানবী (স) ভবিষ্যতের জন্য তাবলীগে কুরআনের পুরো দায়িত্ব উম্মতের ওপর অর্পণ করলেন। বিদায় হজ্জের খুতবায় সোয়া লাখের বেশি সাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে কয়েকবার সাক্ষ্য নিয়েছেন যে, আমি তাবলীগে কুরআনের হক আদায় এবং ভবিষ্যতের জন্য একে চিরস্থায়ী হেদায়াতরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছি কিনা? অতএব فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ। "এখানে যারা উপস্থিত রয়েছে তাদের দায়িত্ব হলো যারা অনুপস্থিত তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দেয়া।"

এভাবেই কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য তাবলীগে কুরআনের দায়িত্বের বোঝা উম্মতে মুহাম্মদীর কাঁধে এসে গেল। তারা এ দায়িত্বের ব্যাপারে সম্মিলিতভাবে আল্লাহর নিটক জবাবদিহী করতে বাধ্য। ব্যক্তিগতভাবেও প্রতিটি লোক নিজ নিজ যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী এ দায়িত্ব আদায়ের জিম্মাদার। শিক্ষিত ও জ্ঞানী লোকদের ওপর তাদের শিক্ষা ও বুদ্ধি বিবেচনা এবং সাধারণ লোকদের ওপর তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী দায়িত্ব এসে যায়।

মহানবী (স)-এর পবিত্র বাণী بَلِّغُوا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে যে, এই জিম্মাদারী থেকে কেউই মুক্ত নয়। যিনি মুখস্থ পড়তে জানেন তিনি মুখস্থ পড়াবেন, যিনি অর্থসহ পড়তে জানেন তিনি অন্যদেরকেও অর্থ শেখাবেন। আর যিনি কুরআন সম্পর্কে কিছু অতিরিক্ত জ্ঞান ও উপলব্ধির অধিকারী হবেন, তিনি অপরাপর লোকদের কাছেও তা পৌঁছাবেন। এমনকি কেউ যদি কুরআনের একটি মাত্র আয়াত মুখস্থ জানে, সেটুকুই সে অন্যকে শেখাবে। কুরআনের একটি মাত্র সূরার অর্থ অবগত থাকলে তা-ই যদি সে অন্যের কাছে প্রচার করে তাহলে এ খেদমতও তার তাবলীগে কুরআনের মধ্যে পরিগণিত হবে। যদিও এ পবিত্র ও মহান দায়িত্ব পালনের জিম্মাদারী উম্মতের ওপর সমষ্টিগতভাবে অর্পিত হয়েছে। এটা কেবল তখনই পুরা হতে পারে যখন কুরআনের পঠন-পাঠন ও উপলব্ধির পরিধি পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত করা যাবে।

বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে এ কাজ অনেক দুরূহ বলে মনে হতে পারে। কারণ বর্তমানে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, দেশ দেশান্তরের বিভিন্ন জাতির নিকট কুরআন পৌঁছানোর জিম্মাদারী যাদেরকে প্রদান করা হয়েছিল সেই মুসলিম জাতিই যেন আজ প্রতীক্ষা করছে কুরআনের দাওয়াত পাওয়ার জন্য। সেজন্য এখানকার আসল কাজ হলো, মুসলিম উম্মতের মধ্যেই কুরআন পঠন-পাঠনের একটি কর্মসূচী চালু করে ঘরে ঘরে কুরআন অনুশীলনের ব্যবস্থা করা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফিক দান করুন।

www.pathagar.com

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরআনের পঠন-পাঠন ও দাওয়াত তাবলীগেরই একটা শাখা্রে সর্বোচ্চ পর্যায় হলো تَبْيِيْنٌ বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। অর্থাৎ এই কুরআন মাজীদ শুধু লোকদের নিকট পৌছানোই নয়; বরং এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও এর অন্তর্গত। এ কাজ প্রথমত: কুরআনের চিন্তা-গবেষণা সংক্রান্ত অধ্যায়ে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ লোকদের বুদ্ধিবৃত্তির কাছাকাছি এসে কথা বলা এবং কুরআনের নূরে হেদায়াত চোখের সমানে প্রজ্বলিত করে দেয়ার মাধ্যমে করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত : এ সূরা ও আয়াতগুলোর অর্থ ও তত্ত্ব পরিষ্কার এবং সহজবোধ্য করে তাদের সামনে তুলে ধরার মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে হাকীম নিজেকে "বয়ান" শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেছে :

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ

"বস্তুত এটা লোকদের জন্য একটি সুস্পষ্ট সতর্কবাণী এবং আল্লাহকে যারা ভয় করে তাদের জন্য এটা পথ নির্দেশ ও উপদেশ।" (আলে ইমরান : ১৩৮)

আল কুরআন অনেক জায়গায় নিচেকে 'মুবীন', আয়াতসমূকে "বাইয়্যিনাত" এবং "মুবাইয়্যিনাত" ইত্যাদি বিশেষণ সূচক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেছে। সাথে সাথে এ কথাও পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, কিতাবে ইলাহীর প্রচার ও প্রকাশের দায়িত্ব আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং তাঁদের উম্মতের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, মহানবী (স)-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে–

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ ـ

"আর এখন এই জিক্‌র আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যেন আপনি লোকদের সামনে সেই শিক্ষার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে থাকেন যা তাদের জন্য নাযিল করা হয়েছে।" (নাহল -৪৪)

আহলে কিতাবের নিকট থেকে আল্লাহর কিতাব প্রচারের ওয়াদা নেয়া হয়েছে :

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ ـ

"এসব আহলি কিতাবকে সেই ওয়াদাও স্মরণ করিয়ে দিন, যা আল্লাহ তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। আর তা হলো তোমাদেরকে কিতাবের শিক্ষা ও ভাবধারা লোকদের মধ্যে প্রচার করতে হবে।" (আলে ইমরান : ১৮৭)

কিন্তু যখন তারা এই দায়িত্ব পালন না করে বরং উল্টো সত্য গোপন করার কাজ শুরু করে দিল– তখন তারা আল্লাহর অভিসম্পাত লাভের যোগ্য হয়ে গেল:

www.pathagar.com

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتَابِ أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ -

"যারা আমার নাযিল করা উজ্জ্বল আদর্শ ও জীবনব্যবস্থা গোপন করে রাখবে, অথচ আমি তা সমগ্র মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য নিজ কিতাবে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছি, নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, আল্লাহ তাদের ওপর লানত করেছেন, আর অন্যান্য সকল লানতকারীও তাদের ওপর অভিশাপ নিক্ষেপ করছে।"

(আল বাকারা ঃ ১৫৯)

এই প্রচার ও প্রকাশের সর্বনিম্ন পর্যায় হলো প্রতিটি জাতির কাছে তাদের নিজস্ব ভাষা অনুযায়ী সহজভাবে কুরআন মাজীদের সরল অর্থ প্রকাশ করা। কারণ কুরআনের প্রকৃত উপলব্ধি কেবল মাত্র প্রত্যেকের নিজ নিজ ভাষাতেই হতে পারে। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ -

"আমার বাণী পৌছানোর জন্য যখন কোনো রাসূল পাঠিয়েছি, সে নিজ জাতির জনগণের ভাষাতেই পয়গাম পৌছিয়েছে, যেন তিনি তাদেরকে খুব ভালোভাবেই কথা প্রকাশ করে বলতে পারেন।" (ইবরাহীম ঃ ৪)

প্রচার ও প্রকাশের চূড়ান্ত পর্যায় হলো কিতাবে ইলাহীর জ্ঞান ও তত্ত্ব প্রয়োগ এবং ফলাফল সম্পর্কে পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা। এর কার্যকারণসূত্র প্রকাশ করা, এর দলিল ও যুক্তির সাহায্যে সমস্ত গোমরাহী ও মতবাদ খণ্ডন করা। সময়োপযোগী জ্ঞানের সবচেয়ে উন্নত পন্থায় ও উৎকৃষ্টতম দলিলের মাধ্যমে কুরআনে হাকীমের শিক্ষার যর্থাথতা প্রমাণ করা।

বর্তমানকালে কুরআনের শিক্ষা প্রচারের ন্যূনতম হক আদায়ের উপায় হলো দুনিয়ার সকল উল্লেখযোগ্য ভাষায় সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনীসহ কুরআনের সহজ-সরল অনুবাদ প্রকাশ করে ব্যাপকভাবে প্রচার করা। আর সর্বোত্তম উপায় হলো 'তাদাব্বুরে কুরআন" কুরআন সম্পর্কে গবেষণা অধ্যায়ে আলোচিত পন্থায় মুসলিম জাহানের স্থানে স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। সেগুলোর মূল লক্ষ্য হবে কুরআনে হাকীমের ব্যাপক জ্ঞান চর্চা। এভাবেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বোত্তম পন্থায় কুরআন মাজীদের হেদায়েত বিস্তৃত করা সম্ভব।

www.pathagar.com

সুধীমণ্ডলী! আমার মতে উল্লেখিত বিষয়গুলো কুরআন মাজীদের এমনই দাবি যা মুসলমান হিসেবে আমাদের ওপর অর্পিত হয়, যেগুলো আদায়ের চিন্তা আমাদেরই করতে হবে। আমরা এমনই সৌভাগ্যবান জাতি, যাদের কাছে আল্লাহর কালাম অবিকল ও অবিকৃত অবস্থায় মজুদ রয়েছে। যেহেতু ব্যাপারটা অত্যন্ত সম্মানজনক সে হিসেবে একটা বড় ধরনের জিম্মাদারীও বটে। আমাদের পূর্বে আল্লাহর কিতাবের ধারক ছিল বনী ইসরাইল জাতি। তারা যখন এর মর্যাদা রক্ষা করতে পারল না অর্থাৎ কিতাবের হুকুম পালন করেনি এবং প্রমাণ করেছিল যে, তারা এই সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ কাজের যোগ্য নয়, তখনই অন্য জাতিকে এর দায়িত্ব দেয়া হলো। কুরআন মাজীদের ধারক হিসেবে মুসলমানদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা হলো। সূরা জুমুয়ার পঞ্চম আয়াতে কিতাবে ইলাহীর ধারক হয়ে এর দাবিসমূহ যারা আদায় করেনি তাদের উপমা দেয়া হয়েছে এভাবে ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ـ

"যেসব লোককে তাওরাতের ধারক বানানো হয়েছিল, কিন্তু তারা এর ভার বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধার মতো, যার পিঠে বহু ভার চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।"

এর একটু পরেই পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, তাদের এরূপ আচরণ কালামে ইলাহীর অস্বীকৃতিরই নামান্তর ঃ

بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ـ

"এর চেয়েও নিকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হলো সে সব লোকের, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অসত্য মনে করে অমান্য করেছে।" (জুমুআ ঃ ৫)

সাথে সাথে এ ধরনের লোকদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহর বিধানও বলে দেয়া হয়েছে ঃ

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

"এ ধরনের জালেম লোকদেরকে আল্লাহ-তাআলা হেদায়েত দান করেন না।" আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদেরকে এ ধরনের লোকদের অন্তর্ভুক্ত না করেন। আর দোআ করছি, তিনি যেন আমাদের সঠিক অর্থে কুরআনের ধারক হিসেবে গড়ে তোলেন।

www.pathagar.com

সূরা ফুরকানে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَارَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا -

"আর রাসূল বললেন, হে আমার রব! আমার জাতির লোকেরা এই কুরআনকে উপহাসের বস্তু বানিয়ে নিয়েছে।" (আল-ফুরকান ঃ ৩০) .

যদিও প্রকৃতপক্ষে এই আয়াতে সেসব কাফের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যাদের নিকট শুরু থেকেই কুরআন মাজীদ কোনো লক্ষণীয় বিষয় ছিল না। কিন্তু কুরআন মাজীদের সেসব দাবিদারও এর আওতায় এসে যায় যারা কার্যতঃ কুরআনের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না। মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওছমানী (র) সত্যিই বলেছেন ঃ

"আয়াতে যদিও কেবলমাত্র কাফেরদের কথা উল্লেখ রয়েছে, তা সত্ত্বেও কুরআনের সত্যতা স্বীকার না করা, এর চিন্তা-গবেষণা থেকে বিরত থাকা, এর ওপর আমল ছেড়ে দেয়া, তিলাওয়াত না করা, শুদ্ধ করে পাঠ করা সম্পর্কে যত্নবান না হওয়া, একে বাদ দিয়ে অন্য সব নিকৃষ্ট বিষয়ের প্রতি অনুরাগী হওয়া সবই কুরআন বিমুখতার আওতায় এসে যায়।" মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওছমানীর এই বক্তব্য মহানবী (স)-এর নিম্নোক্ত হাদীসের সাথে মিল রয়েছে। মহানবী (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

يَااَهْلَ الْقُرْاٰنِ لاَ تَوَسَّدُوْا الْقُرْاٰنَ وَاتْلُوْهُ حَقَّ تِلاَوَةِ مِنْ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَفْشُوْهُ وَتَغَنُّوْهُ وَتَدَبَّرُوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

"হে আহলে কুরআন। কুরআনকে তোমাদের বালিশ বানিয়ে নিও না, বরং রাত দিনের প্রতিটি মুহূর্তে এর তিলাওয়াত কর যেভাবে তিলাওয়াত করা উচিৎ। এর দাওয়াত চতুর্দিকে পৌছে দাও। সুললিত কণ্ঠে যত্নসহকারে পাঠ কর, এর চিন্তা গবেষণা কর, যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।" (বায়হাকী, শোয়াবুল ঈমান)

সুবহানাল্লাহ! কতইনা পবিত্র এ বক্তব্য যা এই উম্মত লাভ করেছে, কতইনা পরিপূর্ণ হাদীস শরীফের এই শব্দমালা, যেখান থেকে মুসলমানগণ আল কুরআনের দাবিসমূহ সংক্ষেপে জানতে পারে। আসলে আমাদের হাজারো

www.pathagar.com

বক্তৃতাও মহানবী (স)-এর কয়েকটি শব্দের সমকক্ষ নয়। হুজুর (স) সত্যিই বলেছেন أُوْتِيْتُ جَوَامِعُ الْكَلِمِ "আমাকে পরিপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে।"

আমার বক্তব্য ঐ দোআর মাধ্যমে শেষ করতে চাই, যা সাধারণত খতমে কুরআনে পড়া হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে আমার মত হলো, আমরা আল্লাহর নিকট অধিক পরিমাণে মুনাজাত করতে থাকবো, যেন কুরআন মাজীদের হকসমূহ আদায় করার তাওফিক আল্লাহর নিটক থেকে হাসিল করতে পারি।

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنَا بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ـ وَاجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهُدًى وَّرَحْمَةً ـ اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنَا مِنْهُ مَا نَسِيْنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهٗ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ـ (اٰمِيْن)

"পরওয়ারদেগার! পবিত্র কুরআনের বদৌলতে আমাদের প্রতি রহম করুন। কুরআনকে আমাদের জন্য অনুকরণীয় আলো, হেদায়েত ও রহমতস্বরূপ করে দিন। পরওয়ারদেগার! এর মধ্য থেকে আমরা যা ভুলে গেছি তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিন, যা আমরা জানিনা তা শিখিয়ে দিন, দিবা-রাত্রি এর তিলাওয়াত করার শক্তি দিন, আমাদের পক্ষে একে দলিল হিসেবে স্থির করে দিন। হে সারাজাহানের পরওয়ারদেগার! আমীন।

এখানে আরও একটি দোআ করা যাচ্ছে, যে দোআ মহানবী (স) সাহাবীদেরকে চিন্তা-ভাবনা, অস্থিরতা ও পেরেশানী দূর করার জন্য শিখিয়েছিলেন। এ দ্বারা একদিকে পরিপূর্ণ আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, অপরদিকে وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ অন্তরে যা কিছু রয়েছে তা নিরাময়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যাও সামনে এসে যায়। সাথে সাথে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয় যে, কুরআনের সাথে স্বয়ং মহানবী (স)-এর সম্পর্ক কত গভীর ছিল। তাঁর বিবেচনায় কুরআন মাজীদের মর্যাদা, সম্মান, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কত বেশী।

এই দোআ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র) এর নিকট থেকে বর্ণিত। মুসনাদে আহমদ এবং রাজীন গ্রন্থেও এই দোআ উদ্ধৃত হয়েছে। তবে শব্দের ব্যবহারে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। এখানে উভয়েরই একত্র রূপ পেশ করা গেল ঃ

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ وَابْنُ اُمَّتِكَ فِىْ قَبْضَتِكَ نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ ـ مَاضٍ فِىْ حُكْمِكَ قَضَاءُكَ ـ اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ اَوْ عَلَّمْتَهٗ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ اَنْزَلْتَهٗ فِىْ كِتَابِكَ اَوْ اِسْتَاْثَرْتَ بِهٖ فِىْ مَكْنُوْنِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِىْ وَنُوْرَ صَدْرِىْ وَجِلَاءَ حُزْنِىْ وَذَهَابَ هَمِّىْ وَغَمِّىْ اٰمِيْنَ يَارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

"হে আল্লাহ! আমি তোমারই অনুগত বান্দা, এবং তোমারই এক দাসীর সন্তান। আমার ওপর রয়েছে তোমার পূর্ণ ইখতিয়ার, আমার ভাগ্য তোমারই হাতে, আমার ব্যাপারে তোমার হুকুমই কার্যকর। তোমার ফয়সালাই চূড়ান্ত। আমি দরখাস্ত করছি তোমার এই সব নামের মাধ্যমে যেসব নামে তুমি নিজেকে পরিচিত করেছ, অথবা যে নাম তুমি তোমার কোনো বান্দাকে শিখিয়ে দিয়েছ, অথবা যে নাম তোমার কোনো কিতাবে অবতীর্ণ করেছ অথবা তা তোমার অদৃশ্য কোষাগারে সংরক্ষিত রেখেছ। তুমি কুরআন মাজীদকে আমার অন্তরের সৌন্দর্য, বক্ষদেশের আলো, আমার ব্যথা-বেদনার উপশম, আমার দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা দূরীকরণের উপায় করে দাও। হে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক! আমার দোআ কবুল কর।"

www.pathagar.com

অভিমতসমূহ

১. মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী

নামের দ্বারাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আলোচ্য গ্রন্থটিতে ভ্রাতৃপ্রতিম ডাক্তার ইসরার আহমদ সেসব বিষয় সন্নিবেশিত করেছেন, যেগুলো কুরআনের দিক থেকে একজন মুসলমানের ওপর স্বাভাবিকভাবেই দায়িত্ব এসে যায়। বর্তমান যুগে কুরআনের প্রতি ঈমানের দাবিদারের সংখ্যা কম নেই, কিন্তু একথা খুব কম লোকেরই জানা আছে যে, এই ঈমানের দায়িত্ব ও মর্মার্থ কী? ডাক্তার সাহেব কুরআনের দলিলের সাহায্য এসব দায়িত্ব ও মর্মার্থ অত্যন্ত সুন্দর এবং বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তার বর্ণনাভঙ্গি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, দলিল খুব যুক্তিপূর্ণ, বক্তব্যের ধারা নেহায়েতই আবেগময়ী ও ফলপ্রসূ। প্রতিটি মুসলমান, যিনি কুরআনের সাথে যথার্থভাবে সম্পর্ক কায়েম রাখতে চান, এই গ্রন্থে সঠিক পথের নির্দেশ পাবেন। আল্লাহ তাআলা ডাক্তার সাহেবের লিখনীতে বরকত দিন যেন তিনি এ ধরনের আরও অনেক কিছু লিখতে পারেন। তাঁর কাছে আমাদের এটাই কাম্য।

২. প্রফেসর ইউসুফ সলীম চিশতী

আমার মতে, ভ্রাতৃপ্রতিম ডা: ইসরার আহমদের ওপর আল্লাহর খাছ রহমত যে, এম. বি. বি. এস পাশ করার পর তাঁর দৃষ্টি জাতির রূহানী রোগের চিকিৎসার দিকে নিপতিত হয়েছে।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ -

“এটা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছে দান করে থাকেন।” আমার বিবেচনায়, তিনি যথার্থই রোগ নিরূপণ করেছেন। জাতির সকল রূহানী অসুখের মূল হলো কুরআন মাজীদের সাথে সম্পর্কের অবনতি এবং দূরত্ব। এজন্যই আল্লাহ তাআলা পাকড়াও করার আগে সাবধান করে দিয়েছেন ঃ

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا -

“আর রাসূল বলবে, হে আমার খোদা! আমার জাতির লোকেরা এই কুরআনকে উপহাসের বস্তু বানিয়ে নিয়েছিল। (আল-ফোরকান ঃ ৩০)

www.pathagar.com

মুসলমানদের ওপর কুরআন মাজীদের কি কি দাবি রয়েছে এ ব্যাপারে উর্দু ভাষায় ডাক্তার সাহেব প্রথম কলম ধরেছেন। সাধারণভাবে মুসলমানগণ তাদের ওপর কুরআন মাজীদের নিচে বর্ণিত দাবি রয়েছে বলে মনে করে থাকে।

ক. মূল্যবান কাপড়ের জুজদানে আচ্ছাদিত করে রাখা।

খ. মেয়ের বিবাহের উপহার হিসেবে প্রদান করা।

গ. মুমূর্ষু ব্যক্তির মাথার পাশে বসে এর কতিপয় নির্দিষ্ট সূরা পাঠ করা, যেন তার মৃত্যু যন্ত্রণা লাঘব হয়।

ঘ. আদালতসমূহে বিচারের সময় এর ওপর হাত রেখে কসম করা।

ঙ. পেরেশানীর সময় এর পাঠ দ্বারা ফল লাভ করা ইত্যাদি।

কিন্তু ডা: ইসরার আহমদ এসব কথা বাদ দিয়ে ৫টি এমনই ব্যতিক্রমী দাবির কথা বলেছেন যেগুলো পাঠ করলে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন প্রতিটি লোকের অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে লেখকের জন্য দোআ বেরিয়ে আসবে।

আমার বিশ্বাস, এই গ্রন্থটি যদি মুসলমানগণ গভীর মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেন তাহলে কুরআন মাজীদের সাথে তাদের এমনই গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হবে, যে সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়া আল্লাহরও ইচ্ছা। এই বইটি লিখে ডা: সাহেব পরকালীন জীবনে সৌভাগ্যবান হবার মহৎ উপায় করে নিয়েছেন।

৩. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

কেউ যদি মুসলমানদের বর্তমান অধঃপতন ও দুর্ভাগ্যের প্রকৃত কারণ জানতে চান, সাথে যদি এই শর্ত আরোপ করেন যে, প্রকৃত কারণ এমনভাবে বর্ণিত হবে যেন তা সমস্ত কারণের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। জবাবে বলা যাবে, সঠিক পথের দিশারী সৎ ও যোগ্য ওলামায়ে কেরামের স্বল্পতা এবং আলেম নামধারী অসৎ ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী দাজ্জাল লোকদের সংখ্যাধিক্য।

رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا -

"হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি আমাদেরকে সৌভাগ্যবান ও বড় করেছ। অতএব আমাদেরকে পথের দিশা দাও।"

এরপর যদি আবার প্রশ্ন করা হয় যে, অল্প কথায় এর চিকিৎসা কীভাবে সম্ভব? তাহলে ইমাম মালেক (র)-এর ভাষায় তার জবাব পেতে হবে :

لَا يُصْلِحُ اٰخِرَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهٖ اَوَّلُهَا -

"এই আখেরী উম্মতের সংশোধন ঐ পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া কখনো সম্ভব নয় যে পন্থায় প্রথম যুগের লেকাদের সংশোধন হয়েছিল।"

www.pathagar.com

আর তা হলো কুরআন হাকীমের প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার ও তাবলীগের জন্য মোরশেদে সাদেক সৃষ্টি করা।

৪. শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান

কারাবাসের নির্জন জীবনে যতটুকু চিন্তা করেছি, মুসলমানগণ দ্বীন ও দুনিয়ার সকল দিক থেকে কেন ধ্বংস হচ্ছে, তখন তার দুটি কারণ আমার সামনে এসেছে,

ক. কুরআনের সাথে সম্পর্কের অবনতি,

খ. পারস্পরিক মতবিরোধ ও গৃহযুদ্ধ।

সেজন্য, আমি সেখান থেকে অবশিষ্ট জীবন শুধু কুরআন মাজীদের শব্দ ও অর্থের দিক থেকে ব্যাপক প্রচার করার সংকল্প নিয়ে এসেছি। মনস্থ করেছি, পাড়ায় পাড়ায় শিশুদের জন্য কুরআনের সার্বিক জ্ঞান দেয়ার মক্তব প্রতিষ্ঠা করার, বড়দেরকে দরসে কুরআনের মাধ্যমে এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়ার, এর শিক্ষা অনুসারে আমল করার জন্য উদ্বুদ্ধ করার। যে কোনো মূল্যে মুসলমানদের মধ্যকার যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রতিহত করার।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com